

- নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানের ধারণা
 - উদ্যোগ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ
 - নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান পদ্ধতি
 - বীজ মূলধনের ধারণা
 - নিজস্ব মূলধন ও কাণ মূলধন
 - নিজস্ব মূলধন ও কাণ মূলধনের পার্থক্য
 - প্রেক্ষারেন্স শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ারের পার্থক্য
 - শেয়ার ও ডিবেড়ারের পার্থক্য
 - শেয়ারহোল্ডার ও ডিবেড়ারহোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য
 - নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ
 - ১। ● ইকুইটির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান বা মালিকানা মূলধনের সংস্থান
 - ইকুইটি শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান—সুবিধা ও অসুবিধা
 - প্রেক্ষারেন্স শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান—সুবিধা ও অসুবিধা
 - ২। ● উদ্যোগ মূলধন—বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, ভারতে উদ্যোগ মূলধন সংস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস—সুবিধা, অসুবিধা।
 - ৩। ● খাণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান—সুবিধা, অসুবিধা
 - ৪। ● সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান
- নতুন উদ্যোগে সরকারের আর্থিক সহায়তা-সম্পর্কিত প্রকল্প
 - ক্ষুদ্র শিল্পে উদ্যোগগ্রহণের উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা ও উৎসাহপ্রদান প্রকল্প
 - ভারতে উদ্যোগগ্রহণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
- নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানের ধারণা (**Concept of Financing for New Ventures**) :

অর্থ কারবারের মেরুদণ্ড। কোন নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাকে যে অর্থ-সংস্থান করতে হয় তাকে নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থান বলে। নতুন উদ্যোগের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে যে অর্থের সংস্থান ও তার উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়, তাকেই নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থান বলা হয়। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন যে নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে (i) আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব, (ii) সঠিক আর্থিক নীতি গ্রহণ, (iii) আর্থিক দূরদর্শিতা, (iv) নগদের অন্তর্প্রবাহ ও বহির্প্রবাহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

নতুন উদ্যোগে স্থায়ী মূলধন ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। অর্থ সংগ্রহের পর তার যথাযথ ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে উদ্যোক্তাকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নগদ প্রবাহের পূর্বানুমান ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়। নগদ ব্যবস্থাপনা আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উদ্যোগ স্থাপনের ব্যয়, স্থায়ী সম্পত্তি গ্রহণের ব্যয়, কারবারের উন্নয়ন-সংক্রান্ত ব্যয়, চলতি সম্পত্তির জন্য ব্যয়, অর্থ সংগ্রহের ব্যয় ইত্যাদি মেটাবার জন্যে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করতে হয়। কোন চালু উদ্যোগের তুলনায় নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানের সমস্যা অনেক বেশি।

■ উদ্যোগ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (Estimation of Venture Capital Requirements) :

কোন নতুন উদ্যোগ প্রবর্তনের পূর্বে ঐ উদ্যোগে কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে তা অনুমান করতে হয়। উদ্যোগ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে যে যে বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল :

> ১। উদ্যোগের প্রবর্তন ও গঠন-সংক্রান্ত ব্যয় (Promotion and Formation Expenses) :

উদ্যোগ প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যয় হল উদ্যোগটি গড়ে তোলার ব্যয়। উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক ও বিস্তারিত অনুসন্ধান, উপকরণ বা উপাদানের একট্রীকরণ, কারিগরী ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয় এবং আইনগত বিষয়ের জন্য কিছু ব্যয় হয়। যদি উদ্যোগটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগ হয়, তবে আইনগত ব্যয় কম হয়। বিস্তৃত বিধিবন্দন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে নিবন্ধন ব্যয়, দলিলপত্র তৈরি ও ছাপানোর ব্যয় ইত্যাদি বেশি হয়। এসব কিন্তু বিধিবন্দন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে নিবন্ধন ব্যয়, দলিলপত্র তৈরি ও ছাপানোর ব্যয় ইত্যাদিও নির্বাহ করতে হয়। ছাড়া অফিস চালনার ব্যয়, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন বাবদ প্রদেয় ব্যয় ইত্যাদিও নির্বাহ করতে হয়।

> ২। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়জনিত ব্যয় (Cost of Purchasing Fixed Assets) :

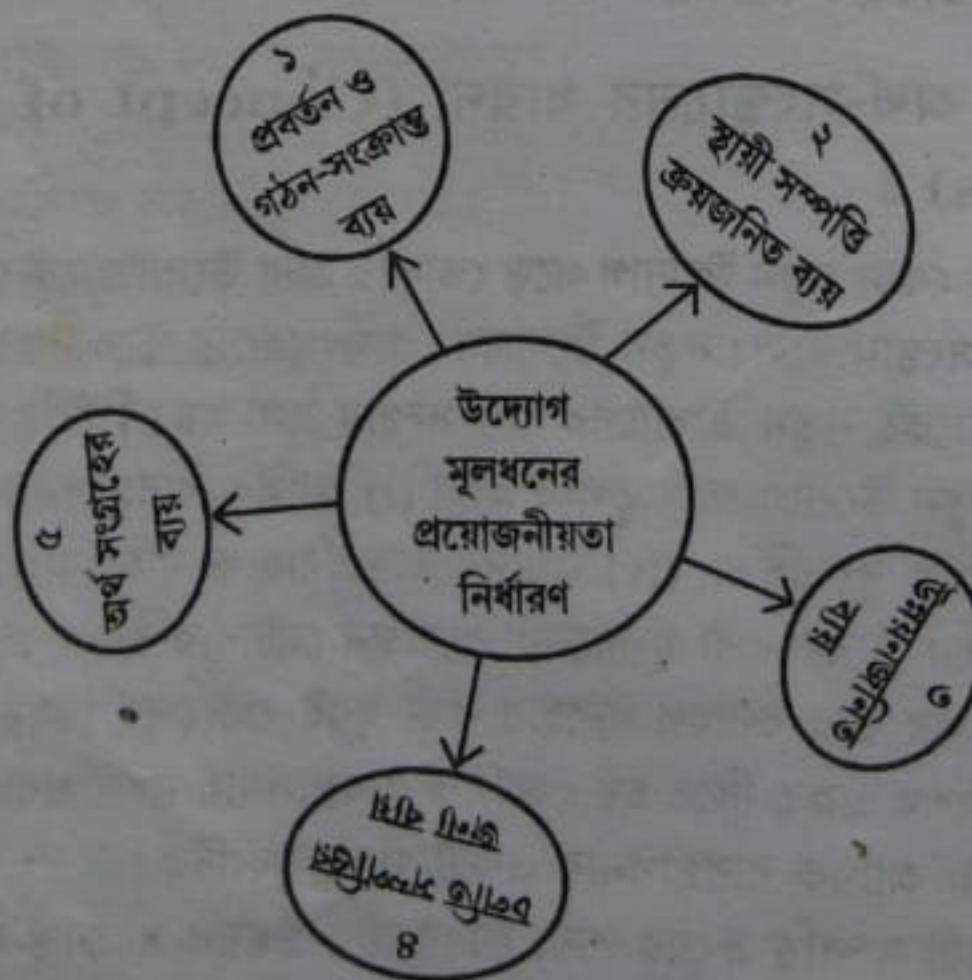
কোন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে কিছু স্থায়ী সম্পত্তি, যেমন জমি ও বাড়ি, যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ছোট-খাটো যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করতে হয়। উদ্যোগের প্রকৃতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়জনিত ব্যয় বেশি বা কম হতে পারে। স্থায়ী সম্পত্তিতে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তার আবন্দকাল (lock-in period) দীর্ঘকালীন হয়।

> ৩। উন্নয়নজনিত ব্যয় (Cost of Development) :

উদ্যোগ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ থেকে প্রতিদান নাও পাওয়া যেতে পারে। উদ্যোগটি আরম্ভের কিছুদিন পর থেকে মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে। এই সময়ে উদ্যোগটিকে আত্মনির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য কিছু ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এই ব্যয় উন্নয়নজনিত ব্যয়। উদ্যোগের মূলধনের প্রয়োজন নির্ধারণের সময় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ব্যয় বিবেচনা করা উচিত।

> ৪। চলতি সম্পত্তির জন্য ব্যয় বা কার্যকরী মূলধনের ব্যয় (Cost of Current Assets or Cost of Working Capital) :

উদ্যোগের প্রতিদিনের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এবং চলতি সম্পদ ক্রয়ের জন্য কিছু মূলধনের প্রয়োজন হয়। দেনাদার, কাঁচামাল, মজুত, প্রাপ্ত বিল, বিক্রয়যোগ্য বিনিয়োগ, নগদ অর্থ ইত্যাদি চলতি সম্পত্তি। এইসব চলতি সম্পত্তি থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নগদ অর্থ পাওয়া যায়। এই অন্তর-সময়ের মধ্যে যে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, যেমন পাওনাদারদের অর্থ প্রদান, ব্যাঙ্ক ঋণ বা জমাতিরিক্ত ঋণ, প্রদেয় বিল, বকেয়া দায় ইত্যাদি প্রদানের জন্য কিছু পরিমাণ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন হয়। উদ্যোগের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে এই বিষয়টিও বিবেচ।



উপরে উদ্যোগ মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ চিত্রলিপির মাধ্যমে দেখানো হল :

➤ ৫। অর্থ সংগ্রহের ব্যয় (Cost of Raising Capital) : নতুন উদ্যোগ বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। মূলধন সংগ্রহের ব্যয় আছে, যেমন কোন উদ্যোগ যদি কোম্পানীর আকারে গড়ে তোলা হয় তবে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিলি, জন-আমানত গ্রহণ ইত্যাদির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হয় এবং দালালী ও কমিশন বাবদ কিছু খরচ হয়। তাছাড়া বাট্টা বা ছাড়ের জন্যও কিছু ব্যয় হয়। এইসব ব্যয় অর্থ সংগ্রহের ব্যয়। নতুন উদ্যোগের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে এইসব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। উদ্যোগগ্রহণে মূলধন সংগ্রহের ব্যয়গুলি অস্পষ্টনীয় বা অবাস্তব সম্পত্তি (intangible assets) হিসেবে গণ্য হয়।

■ নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান পদ্ধতি (Methods of Financing a New Venture) :

নতুন কোন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য যে বীজ মূলধন (Seed Capital) এবং প্রারম্ভিক মূলধনের (Start-up Capital) প্রয়োজন হয় তাকে উদ্যোগ মূলধন বলে।

ভান হোর্ন (Van Horne)-এর মতে, “মূলধন হল উদ্যোগ বা কারবারের জীবনীশক্তি।” যে-কোন নতুন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে বেশি বা অপেক্ষাকৃত কম মূলধন বা অর্থের প্রয়োজন হয়। আর্থিক পরিকল্পনা রচনা করে উদ্যোগের অর্থের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। অর্থের প্রয়োজন দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন হতে পারে। স্থায়ী সম্পত্তিতে ব্যু মূলধনে দীর্ঘকালীন অর্থের প্রয়োজন হয়। একেত্রে অর্থ দীর্ঘ সময়ের জন্য আবন্দ (lock-in) হয়ে থাকে। আবার চলতি বা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্বল্পকালীন অর্থ বা চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। উভয়দিক বিবেচনা করে মোট অর্থের প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত। মোট অর্থের প্রয়োজন দুটি উৎস থেকে মেটানো যেতে পারে। এই দুটি উৎস হল :

১। অর্থ-সংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎস এবং

২। অর্থ-সংস্থানের বাহ্যিক উৎস।

এই দুটি উৎসের বিশদ আলোচনা নিচে করা হল :

➤ ১। অর্থ-সংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources of Financing) : অর্থ-সংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎস বলতে নিজস্ব মূলধনের উৎসকে বোঝায়। এই উৎসগুলি হল :

- (i) **ব্যক্তিগত অর্থ (Personal Finance)** : এক-মালিকী, অংশীদারী ও পারিবারিক উদ্যোগ গড়ে তোলার সময় উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তার নিজের বা নিজেদের বা পরিবারের সম্পত্তিকে বিনিয়োগ করে উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করেন। ছোট উদ্যোগের ক্ষেত্রে এইভাবে অর্থ-সংস্থান করা হয়ে থাকে।
- (ii) **ইকুইটি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through the Sale of Equity Shares)** : নতুন উদ্যোগটি যদি কোম্পানী রূপে গড়ে তোলা হয়, তবে ইকুইটি শেয়ার বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করা ঘোতে পারে। এটি কোম্পানী উদ্যোগে অর্থ-সংস্থানের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এতে নিজস্ব মূলধনের ভিত্তি শক্ত হয় কারণ একপ মূলধন মালিকানা সূচিত করে। ইকুইটি শেয়ারের দাম কম হয় বলে বিনিয়োগকারী শেয়ার ক্রয়ে আগ্রহী হন। বড় উদ্যোগে এইভাবে অর্থ-সংস্থান খুবই কার্যকরী হয়।
- (iii) **প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through the Sale of Preference Shares)** : কোম্পানীর আকারে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলা হলে প্রেফারেন্স শেয়ার বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বিক্রি করে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এটি নিজস্ব মূলধন সংগ্রহের উৎস। এতে একদিকে যেমন মালিকানা সূচিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। সাবধানী বিনিয়োগকারীরা প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করেন। তবে ইকুইটি শেয়ার অপেক্ষা প্রেফারেন্স শেয়ারের মূল্য সাধারণত বেশি হয়।
- (iv) **অভ্যন্তরীণ সম্পদ (Internal Resources)** : বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগ যখন কোন নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলে তখন মূলধনের এই নিজস্ব উৎস ব্যবহার করে। সংঘর্ষ তহবিল, অবচিতির জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা (Provision for Depreciation), করের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা (Provision for Taxation) ইত্যাদি থেকে অর্থ নিয়ে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করা যেতে পারে। একেবারে নতুন উদ্যোগ এই উৎসের সুযোগ পান না।

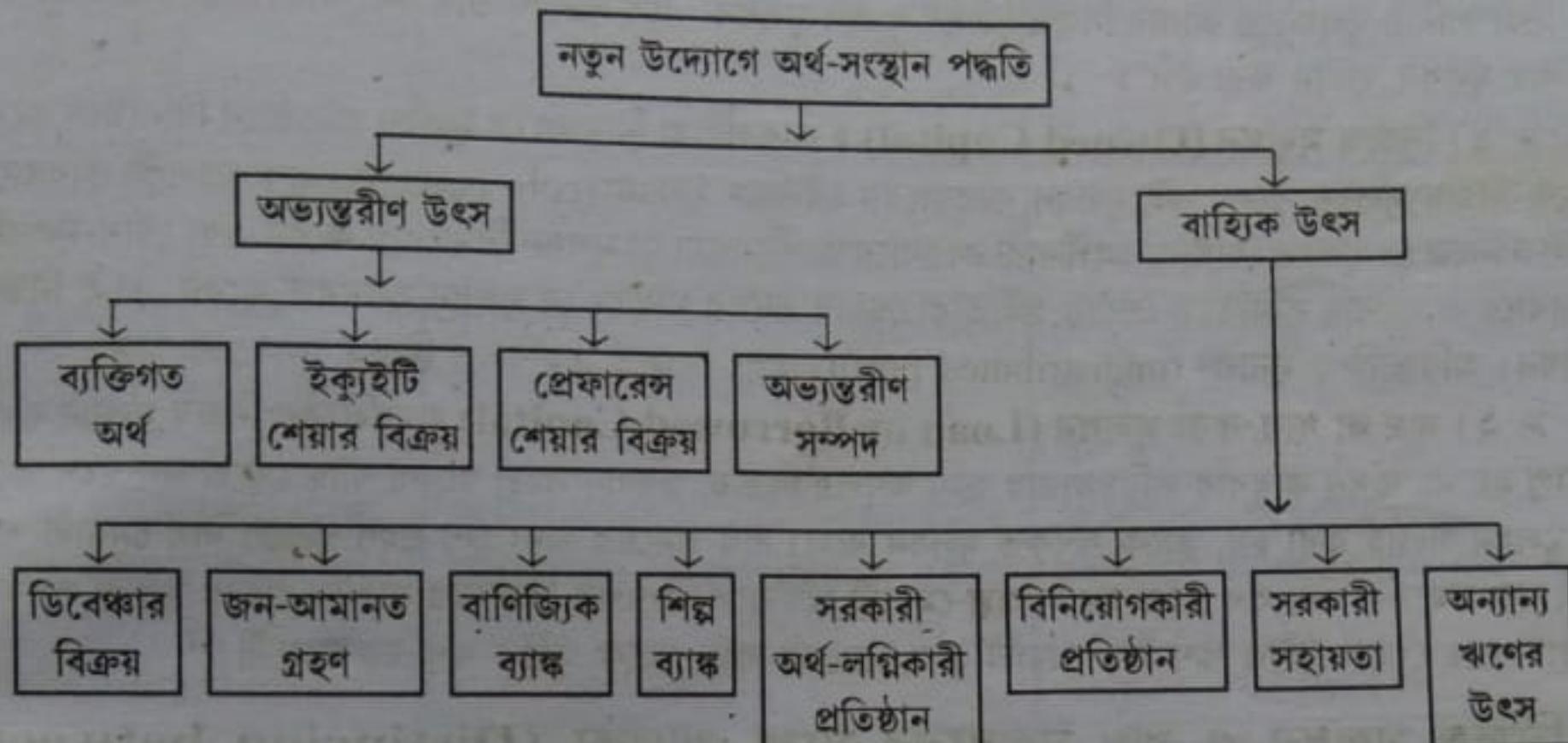
➤ ২। অর্থ-সংস্থানের বাহ্যিক উৎস (External Sources of Financing) : ঋণের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করা হলে তাকে অর্থ-সংস্থানের বাহ্যিক উৎস বলে। অর্থ-সংস্থানের প্রধান প্রধান বাহ্যিক উৎসগুলি নিচে আলোচনা করা হল :

- (i) ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through the Sale of Debentures) : লাতিন শব্দ 'Debere' কথাটি থেকে ইংরেজী ডিবেঞ্চার (Debenture) শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হল “ঋণ করা” (to owe)। বৃহৎ উদ্যোগ কোম্পানীর কাপে গড়ে তুললে জনগণের কাছে ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করা যেতে পারে। এটি ঋণ মূলধন বলে মুনাফা হোক বা না-হোক কোম্পানীকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়। সুতরাং ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করা হলে উদ্যোগের স্থির দায় (fixed charge) সৃষ্টি হয়। ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ উদ্যোগের মালিকানা পান না—তাঁরা পাওনাদার (Creditors)। নতুন উদ্যোগে ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করা বেশ কঠিন কাজ।
- (ii) জন-আমানত গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Fanancing through Accepting Public Deposits) : বৃহৎ আকারের কোম্পানী উদ্যোগ মধ্যমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থানের চেষ্টা করতে পারে। এটি ঋণ মূলধন। এর জন্য কোম্পানী ঋণ গ্রহণের স্বীকারোক্তি হিসেবে সার্টিফিকেট প্রদান করে। তবে নতুন উদ্যোগে সুনাম সৃষ্টি হয় না বলে জন-আমানত গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করা সম্ভব নাও হতে পারে।
- (iii) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through taking Loans from Commercial Banks) : নতুন উদ্যোগ প্রকল্প জমা দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে অর্থ-সংস্থান করতে পারে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সাধারণত লোন (Loan), রোক ঋণ (cash credit), জমাতিরিক্ত ঋণ (overdraft), দাদন (advance) এবং বিল বা বাণিজ্যিক ছানি ভাসিয়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। সমবায় ব্যাঙ্কও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হিসেবে গ্রামাঞ্চলে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা সমবায় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতে গেলে নতুন উদ্যোগকে উপযুক্ত জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়।
- (iv) শিল্প ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through taking Loans from Industrial Banks) : শিল্প ব্যাঙ্ক, বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নতুন উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দিয়ে অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করে। এর জন্য নতুন উদ্যোগকে উপযুক্ত জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়।
- (v) সরকারী অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ-সংস্থান (Financing through Government Financial Institutions) : IFC, IDBI, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া (ICICI), রাজ্য অর্থ নিগম (SFC) ইত্যাদি সরকারী অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ দিয়ে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করে।
- (vi) বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ-সংস্থান (Financing through Investment Institutions) : ভারতের জীবনবীমা নিগম (LIC), সাধারণ বীমা নিগম (GIC), ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া (UTI)-এর মত সরকারী বিনিয়োগকারীরা এবং টাটা ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট, পিয়ারলেস জেনারেল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী ইত্যাদির মত বেসরকারী বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলিও বর্তমানে নতুন উদ্যোগে মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী অর্থ-সংস্থান করে।
- (vii) সরকারী সহায়তার মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through Government Assistance) : বর্তমানে রাজ্য সরকারগুলি তাদের রাজ্য শিল্পোম্যনের তাগিদে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থানের বিবিধ আর্থিক সুযোগ দিয়ে থাকে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের (Priority sector) শিল্পে নতুন উদ্যোগ গড়ে তুললে সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি ও আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়। রাজ্য অর্থ

নিগম (SFC), কুন্দ শিল্পোভয়ন ব্যাঙ্ক, কুন্দ শিল্প উন্নয়ন নিগম ইত্যাদি সরকারী সংস্থার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন প্রকার করে ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগে ছাড়ের সুবিধা দিয়ে থাকে।

- (viii) **অন্যান্য ঋণের উৎস থেকে অর্থ-সংস্থান (Financing through other Lending Sources) :** মহাজন, মূলধন প্রদানকারী সংস্থা, অর্থ-লগ্নিকারী শিল্পপতি-ইত্যাদিদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্যোগের সম্পত্তি লিজ বা ইজারা দিতে হয়।

নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান পদ্ধতি নিচে চার্ট বা চিত্রলিপির মাধ্যমে দেখানো হল :



■ বীজ মূলধনের ধারণা (Concept of Seed Capital) :

উদ্যোগ মূলধন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার হতে পারে, যেমন—বীজ মূলধন, প্রারম্ভিক মূলধন (Start-up Capital), সম্প্রসারণ মূলধন, ঝুঁকি মূলধন ইত্যাদি।

যে মূলধন নতুন উদ্যোগের ধারণা সৃষ্টি এবং সৃষ্টি ধারণাকে কারবারী কাজকর্মে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হয়, তাকে বীজ মূলধন বলে। বীজ মূলধনের দুটি প্রধান কাজ হল :

(i) উদ্যোক্তার মনে উদ্যোগগ্রহণের নতুন ধারণা সৃষ্টি করা, এবং

(ii) নতুন ধারণাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা।

মনে রাখা প্রয়োজন যে বীজ মূলধন ও প্রারম্ভিক মূলধন (Start-up Capital) এক জিনিস নয়। উদ্যোগের ধারণা সৃষ্টি ও ধারণাকে কারবারী কাজকর্মে রূপান্তরিত করার জন্য বীজ মূলধনের প্রয়োজন হয়। আর উদ্যোগের কাজ শুরু করার জন্য প্রারম্ভিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। প্রারম্ভিক মূলধন হল উদ্যোগের কাজ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন। প্রারম্ভিক মূলধন নির্দিষ্ট ধৰ্মে উৎপাদন শুরু করার ব্যবস্থা করে। উদ্যোগের বর্ধিত কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে মূলধন লাগে তাকে সম্প্রসারণ মূলধন এবং উদ্যোগের ঝুঁকি বহনের জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাকে ঝুঁকি মূলধন বলে।

ভারতে ছোট এবং মাঝারি আকারের নতুন উদ্যোগে বীজ মূলধন সংগ্রহের জন্য ১৯৮০ সালে ভারতের শিল্পোভয়ন ব্যাঙ্ক “বীজ মূলধন প্রকল্প” চালু করেছে। যে-সব প্রকল্পের ব্যয় ৩ কোটি টাকার মধ্যে থাকবে সেই সব প্রকল্পকে রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন বীজ মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার এবং ভারতের শিল্পোভয়ন ব্যাঙ্ক বীজ মূলধন সরবরাহের জন্য একটি বিশেষ মূলধনী তহবিল (Special Capital Scheme) গড়ে তুলেছে। রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই বিশেষ মূলধনী তহবিল থেকে বীজ Capital Scheme) গড়ে তুলেছে। রাজ্য অর্থ কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই বিশেষ মূলধনী তহবিল থেকে বীজ মূলধন দেওয়া হয়। মালিকানা মূলধনে যে ঘাটতি (deficit) হবে সেই ঘাটতি পূরণ সাহায্য হিসেবে দেওয়া হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ প্রকল্প ব্যয়ের ২০% কিংবা ১ লক্ষ টাকার বেশি হবে না এবং এর জন্য ১% হারে উদ্যোগটিকে সুদ দিতে হবে।

শুল্ক শিল্প উন্নয়ন নিগম (SIDC) ও বীজ মূলধন দিয়ে থাকে। ছোট বা মাঝারি নতুন উদ্যোগ এই প্রতিষ্ঠানের কাজ থেকে বীজ মূলধন বাবদ প্রকল্প পিছু সর্বাধিক ১৫ লক্ষ টাকার সহজ ঋণ হিসেবে পেতে পারে। প্রাইভেট কোম্পানীর ১% ক্রমপুঞ্জিত প্রেফারেন্স শেয়ার এবং পাবলিক কোম্পানীর ইকুইটি শেয়ার অথবা ১% ক্রমপুঞ্জিত প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করে SIDC নতুন উদ্যোগে বীজ মূলধনের যোগান দেয়। ঋণ হিসেবে বীজ মূলধন প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করে দেওয়ার পাঁচ বছরের পর থেকে দশ বছরের মধ্যে এই সহজ ঋণ শোধ করে দিতে হবে।

■ নিজস্ব মূলধন ও ঋণ মূলধন (Owned Capital and Borrowed Capital) :

কোম্পানীর মূলধনকে আবার নিজস্ব মূলধন ও ঋণ মূলধন—এই দুভাগে ভাগ করা যায়। নিচে নিজস্ব মূলধন ও ঋণ মূলধন ব্যাখ্যা করা হল :

> ১। **নিজস্ব মূলধন (Owned Capital) :** কারবারীরা নিজেরা যে মূলধন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে, তাকে নিজস্ব মূলধন বলে। এই মূলধন কারবারের মৌলিক মূলধন (core capital)। এক-মালিকী কারবারে মালিক নিজে যে মূলধন যোগান, অংশীদারী কারবারে অংশীদাররা যে মূলধন বিনিয়োগ করেন এবং যৌথ-মূলধনী কারবারে ও সমবায় সমিতিতে শেয়ার-গ্রহীতারা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যে মূলধন সরবরাহ করেন, তা-ই নিজস্ব মূলধন। অবিভাজিত মুনাফা (undistributed profit) এবং রিজার্ভ তহবিলও নিজস্ব মূলধনের অঙ্গ।

> ২। **ঋণ বা ধার-করা মূলধন (Loan or Borrowed Capital) :** মালিকের নিজস্ব মূলধন যখন পর্যাপ্ত হয় না, তখন কারবার পরিচালনার জন্য ঋণপত্র বিত্রণ, ঋণদান সংস্থা অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে যে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাকে ঋণকৃত মূলধন বলে। দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ এবং স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ বলে। ঋণপত্র বিত্রণের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ও ঋণদান সংস্থার কাছ থেকে গৃহীত ঋণ দীর্ঘ-মেয়াদী এবং ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ স্বল্প-মেয়াদী।

■ নিজস্ব মূলধন ও ঋণ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Owned Capital and Borrowed Capital) :

নিজস্ব মূলধন ও ঋণ মূলধনের পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হল :

পার্থক্যের বিষয়	নিজস্ব মূলধন	ঋণ মূলধন
১। আয় (Income)	নিজস্ব মূলধনের <u>আয় হল মুনাফা</u> (Profit)। এই আয় মালিক অথবা মালিকেরা মুনাফা অথবা লভ্যাংশ (dividend) হিসাবে পেয়ে থাকে।	ঋণ মূলধনের <u>আয় হল সুদ</u> (interest)। কারবারকে নির্দিষ্ট হারে ও নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে ঋণদাতাকে সুদ প্রদান করতে হয়।
২। দায় (Liability)	মালিককে মুনাফা প্রদান করা কারবারের স্থির দায় <u>নয়</u> । কারণ কারবারের লাভ হলে তবেই মুনাফা প্রদান করা কারবারের দায়। কিন্তু লোকসান হলে মুনাফা প্রদানের দায় থাকে না।	কারবারের লাভ বা লোকসান যাই হোক না কেন, ঋণ মূলধনের ওপর সুদ প্রদান করা কারবারের <u>স্থির দায়</u> ।
৩। স্থায়িত্ব (Stability)	একাধিক মূলধন স্থায়ী এবং কারবারের অবসান হলে তবেই একাধিক মূলধন মালিক ফেরত পেতে পারেন।	নির্দিষ্ট সময় অন্তে অথবা যে-কোন সময়ে একাধিক মূলধন ফেরত দিতে হয়। সুতরাং এই মুনাফা অস্থায়ী।
৪। মালিকানা (Ownership)	মূলধনদাতাই কারবারের মালিক ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকারী।	ঋণদাতা কারবারের মালিক নন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

পার্থক্যের বিষয়	নিজস্ব মূলধন	ঋণ মূলধন
৫। উদাহরণ (Example)	শেয়ার নিজস্ব মূলধন। ইকুইটি শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারের বিক্রয়লক্ষ অর্থ এবং সম্ভিতি একইপ মূলধন গঠন করে।	ডিবেন্ডার বা ঋণপত্র, লোন (Loan) ইত্যাদি ঋণ মূলধন।
৬। প্রকৃতি (Nature)	শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে যে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তা-ই কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন।	ঋণপত্র বিক্রি করে কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে যে মূলধন সংগৃহীত হয়, তাকে ঋণ মূলধন বলে।
৭। স্বত্ত্বাধিকার (Status)	শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে মালিকানার শরিক হন।	ঋণদাতারা কোম্পানীর ঋণ সরবরাহ করে কোম্পানীর পাওনাদার হন।
৮। লাভের অংশ (Profit sharing)	কোম্পানীর মুনাফা হলে তার অংশ শেয়ারহোল্ডাররা ভোগ করেন।	কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, ঋণদাতা নির্দিষ্ট হারে সুদ পান।
৯। পরিচালনায় অংশ- গ্রহণ (Participa- tion in management)	শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।	ঋণদাতারা কারবারের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না।
১০। ভোটাধিকার (Voting rights)	শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানীর সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করেন।	ঋণদাতাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে না।
১১। মূলধন ফেরত (Repayment of capital)	অবসায়নের ক্ষেত্রে সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর শেয়ারহোল্ডাররা অবশিষ্ট অংশ দাবি করতে পারেন।	অবসায়নের ক্ষেত্রে আগে ঋণদাতাদের প্রাপ্য মেটাতে হয়।

■ প্রেফারেন্স শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ারের পার্থক্য (Distinction between Preference Shares and Equity Shares) :

প্রেফারেন্স শেয়ার ও ইকুইটি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হল :

পার্থক্যের বিষয়	প্রেফারেন্স শেয়ার	ইকুইটি শেয়ার
১। লভ্যাংশ প্রদানে অগ্রাধিকার (Preference in dividend)	প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান এবং কোম্পানীর অবসায়নের সময় পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে মূলধন ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের চেয়ে অগ্রাধিকার পান।	প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়ার পর ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয় এবং প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের মূলধন ফেরত দেওয়ার পর ইকুইটি শেয়ারের মূলধন ফেরত দেওয়া হয়।
২। লভ্যাংশের হার (Rate of dividend)	দ্বিতীয় হারে এরা লভ্যাংশ পান।	বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণের ওপর এদের লভ্যাংশের হার নির্ভর করে।

পার্থক্যের বিষয়	প্রেফারেন্স শেয়ার	ইকুইটি শেয়ার
৩। অপ্রদত্ত লভ্যাংশের জের (Arrear dividend)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে অপ্রদত্ত লভ্যাংশের জের টানা হয়।	কোন বছর কোম্পানীর মুনাফা না হলে অথবা লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষমতা না থাকলে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডাররা সেই বছরে কোন লভ্যাংশ পান না।
৪। ভোটাধিকার (Voting right)	প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারদের কোন ভোটাধিকার নেই।	ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার আছে।
৫। উদ্ভৃত সম্পত্তিতে অধিকার (Right in surplus assets)	অংশভোগী অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারহোল্ডার ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর অবসায়নের সময় উদ্ভৃত সম্পত্তির অংশ ভোর্গ করতে পারেন না।	কোম্পানীর অবসায়নের সময় উদ্ভৃত সম্পত্তিতে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার থাকে।
৬। সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকার (Right to attend general meeting)	প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণ সভায় যোগদান করার অধিকারী নন।	ইকুইটি শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণ সভায় যোগদান করার অধিকারী।
৭। নির্বাচনে অংশগ্রহণ (Participation in election)	প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালকমণ্ডলীতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন না।	ইকুইটি শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালকমণ্ডলীতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

■ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বা ঝণপত্রের পার্থক্য (Difference between Share and Debenture) :

শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল :

বিষয়	শেয়ার	ডিবেঞ্চার বা ঝণপত্র
১। লঘিপত্রের প্রকৃতি :	শেয়ার বিক্রয়লক্ষ অর্থ কোম্পানীর মূলধন।	ঝণপত্র বিক্রয়লক্ষ অর্থ কোম্পানীর ঝণ, কিন্তু মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
২। মর্যাদা :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর মালিক।	ঝণপত্রের মালিকগণ কোম্পানীর উত্তর্মুণ্ড বা পাওনাদার।
৩। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।	ঝণপত্রে মালিকগণ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না।
৪। মুনাফায় অংশগ্রহণ :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর লাভ ও ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করেন।	ঝণপত্রের মালিকগণ ঝণের ওপর সুদ পান, কিন্তু মুনাফার অংশ পান না।
৫। কোম্পানীর অবসায়ন :	কোম্পানী উঠে গেলে সকল প্রকার দেনা শোধ করবার পর্যন্ত যদি	কোম্পানী উঠে গেলে ঝণপত্রের মালিকগণের পাওনা শেয়ারহোল্ডার-

বিষয়	শেয়ার	ডিবেঞ্চার বা ঝণপত্র
	কোম্পানীর কিছু সম্পদ থাকে, তা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।	গণের শেয়ারের মূল্য ফেরত দেবার পূর্বে পরিশোধ করতে হয়।
৬। মূল্য ফেরত :	কেবল পরিশোধ্য অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার কোম্পানীর কার্যকালে পরিশোধ করা হয়। অন্য সকল প্রকার শেয়ারের অর্থ কোম্পানীর অবসায়ন না ঘটলে ফেরত দেওয়া হয় না।	অ-পরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ঝণপত্র ব্যতীত অন্য সবরকম ঝণপত্রের অর্থ ফেরত দিতে হয়।

■ **শেয়ারহোল্ডার ও ডিবেঞ্চারহোল্ডারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Shareholder and Debentureholder) :**

শেয়ারহোল্ডার ও ডিবেঞ্চারহোল্ডারের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

বিষয়	শেয়ারহোল্ডার	ডিবেঞ্চারহোল্ডার
১। বিনিয়োগের প্রকৃতি :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীতে মূলধন বিনিয়োগ করেন।	ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ কোম্পানীতে ঝণ প্রদান করেন।
২। মর্যাদা :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর মূলধনের মালিক।	ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ কোম্পানীর ঝণদাতা বা পাওনাদার।
৩। ভোটাধিকার :	শেয়ারহোল্ডারগণ কোন নির্দিষ্ট হারে বা পরিবর্তনশীল হারে মুনাফা হলে লভ্যাংশ পান।	ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ মুনাফা হোক বা না হোক একটি নির্দিষ্ট হারে কোম্পানীর নিকট হতে সুদ পান।
৪। মূলধন ফেরত :	প্রত্যর্গযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য (redeemable) প্রেফারেন্স শেয়ার ব্যতীত অথবা মূলধন হ্রাসের ক্ষেত্রে ছাড়া শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর অবসায়নের পূর্বে তাঁদের মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী নয়।	একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ তাঁদের ঝণ ফেরত পাবার অধিকারী।
৫। কোম্পানী অবসায়ন :	কোম্পানীর অবসায়নের ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চারের অর্থ পরিশোধের পরে শেয়ারহোল্ডারগণের মূলধন ফেরত দেওয়া হয়।	শেয়ারহোল্ডারগণের মূলধন ফেরতের পূর্বেই ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের ঝণ পরিশোধের দাবী অগ্রাধিকার পায়।
৬। ভোটাধিকার :	ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার থাকে, কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে এবং তাঁরা পরিচালক নির্বাচন করতে পারেন।	ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার নেই এবং যদি তাঁরা নিয়মিতভাবে সুদ পান তবে তাঁরা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারেন না।
৭। সভায় যোগদান :	ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণ সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকারী।	ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকারী নন।

বিষয়	শেয়ারহোল্ডার	ডিবেঞ্চারহোল্ডার
৮। অপ্রদত্ত লভ্যাংশের ওপর সুদ :	বাকী বা অপ্রদত্ত লভ্যাংশের ওপর কোন সুদ দিতে হয় না।	অপ্রদত্ত লভ্যাংশের ওপর সুদ দিতে হয়।
৯। জামিন :	শেয়ার জামিনমুক্ত হয় না।	সাধারণত কোন সম্পত্তির ওপর দায় সৃষ্টি করে জামিনমুক্ত ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়।
১০। অবহারে বিলি :	কোম্পানী আইনের ৭৯ ধারায় বিধান মান্য না করে অবহারে (at a discount) শেয়ার বিলি করা যায় না।	অবহারে ডিবেঞ্চার বিলি করা যায়।

■ নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থান পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ (Methods of Financing New Ventures in detail) :

নতুন উদ্যোগে মূলত দু'ধরনের আর্থিক প্রয়োজন হয়, যেমন—(i) দীর্ঘ-মেয়াদী বা স্থায়ী মূলধন, এবং (ii) স্বল্প-মেয়াদী বা কার্যকরী মূলধন। উভয় প্রকার মূলধনের উৎসগুলি হল :

১। **ইকুইটির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান বা মালিকানা মূলধনের সংস্থান (Equity Financing) :** নতুন উদ্যোগটি যদি বড় আকারে গঠন করা হয় এবং যদি সেটি কোম্পানী হিসাবে নির্বাচিত হয়, তবে জনগণের কাছে সাধারণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বিক্রি করে নতুন উদ্যোগটি মূলধনের সংস্থান করতে পারে। একটি শেয়ারের মূল্য কম হওয়ার দরুণ এবং শেয়ার ক্রয়ে মালিকানা পাওয়া যায় বলে জনসাধারণ শেয়ারক্রয়ে আগ্রহী হয়। সাধারণত দীর্ঘ-মেয়াদী বা স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে শেয়ার বিলির মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ অর্থ-সংস্থান করে। তবে যেক্ষেত্রে উদ্যোগটি আকারে ছোট হয় এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগটির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চান সেক্ষেত্রে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থান করতে হয়। ইকুইটির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানকে মালিকানা মূলধন বলে কারণ ইকুইটি বলতে মালিকানাকে বোঝায়।

শেয়ার বিক্রি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও মালিকানা মূলধন সংস্থানের অন্যান্য উৎসগুলি হল (i) পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, আঞ্চলিক-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ; (ii) চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ; (iii) জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি না করে ঘরোয়াভাবে আঞ্চলিক-স্বজন ও কর্মচারীদের মধ্যে শেয়ার বিক্রি; (iv) স্টেট ব্যাঙ্কের ইকুইটি তহবিল থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী সুদহীন ঋণ গ্রহণ; (v) জাতীয় ইকুইটি তহবিল থেকে সামান্য সুদের হারে সফ্ট লোন (soft loan) বা সহজ ঋণ গ্রহণ (তবে ৫,০০,০০০ টাকার কম প্রকল্প বায় বিশিষ্ট উদ্যোগই শুধু এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য); (vi) বীজ মূলধন (Seed Capital) প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ (ভারতের শিল্পোম্পয়ন ব্যাঙ্ক বা IDBI), রাজ্য অর্থ নিগম (SFC) ও কুন্দু শিল্প উন্নয়ন নিগম (SIDC) স্বল্প সুদে বীজ মূলধন বাবদ ঋণ দিয়ে থাকে; (vii) কুঁকি মূলধন প্রতিষ্ঠান থেকে বিনা সুদে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ হত্যাদি।

(ক) **ইকুইটি শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through the issue of Equity Shares) :**

● সুবিধা (Advantages) :

ইকুইটি বা সাধারণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুবিধাগুলি হল :

- (১) একাধিক অর্থ-সংস্থানে কোম্পানীর স্থায়ী মূলধন সৃষ্টি হয় কারণ কোম্পানীর জীবনকালে একাধিক মূলধন প্রত্যর্পণ করতে হয় না।
- (২) এ ধরনের মূলধনের জন্য কোম্পানীকে কোন নির্দিষ্ট আর্থিক ভাব বহন করতে হয় না। মুনাফা খা
হলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে কোন লভ্যাংশ দিতে হয় না।

- (৩) একাধিক মূলধনে গঠিত উদ্যোগের স্থিতিশীলতা বেশি হয় বলে উদ্যোগের ঋণগ্রহণে সুবিধা হয়।
 (৪) এই মূলধন ব্যবহার করে কোম্পানী দ্বায়ী সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে।

● অসুবিধা (Disadvantages) :

উপরিউক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও ইকুইটি বা সাধারণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংস্থানের কতকগুলি অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাগুলি হল :

- (১) ইকুইটি শেয়ারের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের ব্যয় অধিক হয়।
 (২) শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানকে কোম্পানীর খরচ হিসাবে লাভ-ক্ষতির হিসাবে দেখানো যায় না। ফলে কোম্পানী করের সুবিধা পায় না।
 (৩) লভ্যাংশ ও মূলধনী লাভের বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। তাই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইকুইটি শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ ঝুঁকিবহুল হয়।
 (৪) অতিরিক্ত পরিমাণ ইকুইটি শেয়ার বিলি করে অর্থ-সংস্থান করলে অতি বা মাত্রাধিক মূলধনের সম্ভাবনা থাকে।
 (৫) শুধু ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ওপর নির্ভর করলে উদ্যোগের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না।

● (খ) প্রেফারেন্স শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through the issue of Preference Shares) :

● সুবিধা (Advantages) :

অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বা প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করলে তাও মালিকানা মূলধনের সংস্থান করে। এর সুবিধাগুলি হল :

- (১) প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়।
 (২) প্রেফারেন্স শেয়ার বিলির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান ইকুইটি শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের ব্যয় অপেক্ষা কম।
 (৩) প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করলে দেনা-মালিকানা (debt-equity)-র অনুপাত অথাৎ Longterm Debts (দীর্ঘকালীন ঋণ) কম থাকে বলে Proprietors' Fund (মালিকানা তহবিল) কোম্পানী ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা ভোগ করতে পারে।
 (৪) প্রয়োজনে কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের ওপর প্রদেয় লভ্যাংশ স্থগিত রাখতে পারে।
 (৫) সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখতে পারেন কারণ কিছু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার থাকে না।
 (৬) প্রেফারেন্স শেয়ার মূলধন অনেক বেশি নমনীয়। যখন কোম্পানীর আর মূলধনের প্রয়োজন থাকে না তখন প্রেফারেন্স মূলধন প্রত্যর্পণ করা যেতে পারে।
 (৭) প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশের হার ইকুইটি শেয়ারের তুলনায় কম বলে এটি কোম্পানীর ১/২ অপেক্ষাকৃত কম ভারযোগ্য।

● অসুবিধা (Disadvantages) :

প্রেফারেন্স শেয়ার বিলির মাধ্যমে মূলধন-সংস্থানের মূল অসুবিধাগুলি হল :

- (১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে একাধিক মূলধন ফেরৎ দিতে হয়।
 (২) স্থির হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় বলে জনসাধারণ একাধিক শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগে তেমন আগ্রহী হন না।

● ২। উদ্যোগ মূলধন (Venture Capital) :

● **সংজ্ঞা (Definition)** : উচ্চ ঝুঁকির মূলধনকে উদ্যোগ মূলধন বলা হয়। বিভিন্ন লেখক উদ্যোগ মূলধনের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। আই. এম. পাণ্ডে (I. M. Pandey)-র মতে উদ্যোগ মূলধন ইকুইটি, আধা-ইকুইটি এবং শর্টহাইন বা শর্টসাপেক্ষ এক ধরনের বিনিয়োগ। প্রযুক্তিগত বা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন আধা-ইকুইটি এবং শর্টহাইন বা শর্টসাপেক্ষ এক ধরনের বিনিয়োগ।

উদ্যোক্তার প্রবর্তিত নতুন ও উচ্চ বুকিসম্পদ উদ্যোগে এই মূলধন বিনিয়োজিত হয়। প্রট (Pratt)-এর মতে দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনাসম্পদ প্রতিষ্ঠান নতুন ও যৌবন অবস্থায় যে অর্থ-সংস্থান করে তাই উদ্যোগ মূলধন ডিক্সন (Dixon)-এর মতে উদ্যোগ মূলধন বলতে নতুন উদ্যোগ সৃষ্টির মূলধনকে বোঝায়। উইয়ান (Wan)-এর মতে অসুরক্ষিত ও বুকিবহুল অর্থসংস্থানই হল উদ্যোগ মূলধন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উদ্যোগ মূলধন এমন এক ধরনের মূলধন যা কোন চালু বা নতুন উদ্যোগের বীজ মূলধন (Seed Capital), প্রারম্ভিক মূলধন ও প্রসারণ মূলধন হিসাবে বুকিপূর্ণ অচেষ্টিত (untired) প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল উদ্যোগের বীজ মূলধন হিসাবে একাপ মূলধনের ব্যবহার করা হয়।

● উদ্যোগ মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Features of Venture Capital) :

(*) উদ্যোগ মূলধনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- (i) একাপ মূলধনের ক্ষেত্রে বুকির পরিমাণ খুব বেশি হয় কারণ উচ্চ বুকিসম্পদ উদ্যোগে এটি বিনিয়োজিত হয়।
- (ii) একাপ মূলধন মালিকানা উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়।
- (iii) উদ্যোগ মূলধন দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়।
- (iv) যাঁরা একাপ মূলধন বিনিয়োগ করেন তাঁরা উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করার অধিকারী হন।
- (v) যাঁরা একাপ মূলধন সরবরাহ করেন তাঁরা উদ্যোগকে মূল্য সংযোজনী সেবা বা Value Added Service প্রদান করেন এবং কারবারের মূল্য (Value) বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগটিকে সহায়তা, পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে থাকেন।
- (vi) পর্যাপ্ত পরিমাণ জামিন ছাড়াই একাপ মূলধন সরবরাহ করা হয়।
- (vii) যাঁরা একাপ মূলধন সরবরাহ করেন তাঁরা উদ্যোগটির দীর্ঘকালীন মূল্য (Value) বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগের বুকিবাহক ও মুনাফার শরিক হিসাবে উদ্যোগ পরিচালনা করে থাকেন।

● উদ্যোগ মূলধনের গুরুত্ব (Importance of Venture Capital) :

চালু ও নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন থাকে। এর মাধ্যমে

- (১) প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সম্ভব হয়।
- (২) এর মাধ্যমে বীজ মূলধন, প্রারম্ভিক মূলধন ও প্রসারণ মূলধনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়।
- (৩) উদ্যোগ মূলধন প্রথম প্রজন্মের (First generation entrepreneurs) উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্যোগ স্থাপনে বুকি মূলধনের সংস্থান করে।
- (৪) প্রাথমিক বাজারে (Primary Market) শেয়ার বিক্রি করে একাপ মূলধন সংগ্রহ করা যায়।
- (৫) উদ্যোগ মূলধনের মাধ্যমে উদ্যোগটির বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়।
- (৬) একাপ মূলধনের সরবরাহকারীরা পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন বলে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- (৭) এতে উদ্যোগের দীর্ঘকালীন লাভজনকতা ও মূলধনী লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

উদ্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ মূলধনের প্রয়োজন হয়। উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বীজ মূলধন, গবেষণা ও উন্নয়ন মূলধন এবং প্রারম্ভিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। উদ্যোগটির বর্ধিত কাজকর্মে অর্থ-সংস্থানের জন্য প্রয়োজন হয় প্রসারণ মূলধনের। প্রসারণ মূলধন কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটায়, উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থান করে এবং উদ্যোগ আরম্ভের আগে বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্রমূলক কাজের জন্য মধ্যবর্তী বা যোগসূত্রকারী অর্থ-সংস্থান (Mezzanine Financing) করে। তাছাড়া, অন্য কোন উদ্যোগ অধিগ্রহণ, পরিচালনা ক্রয়ের অর্থাৎ অন্য কোন উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দখলের জন্য এবং কৃপ্ত উদ্যোগের পুনরুজ্জীবনের জন্য অধিগ্রহণজনিত মূলধনের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল উদ্যোগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধনের গুরুত্ব খুব বেশি। উদ্যোগ মূলধনের সাফল্য নির্ভর করে এর সম্ব্যবহারের ওপর। বিশেষ করে বীজ মূলধন ও প্রসারণ মূলধনের সম্ব্যবহার করতে না পারলে উদ্যোগ মূলধনের সাফল্য আসে না। উদ্যোগ মূলধন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে উদ্যোক্তাকে এর সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে

হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ উদ্যোগ মূলধনের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। উদ্যোগ মূলধন বাড়াবার জন্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। যাঁরা উদ্যোগ মূলধন সরবরাহ করবেন উদ্যোক্তাকে তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, অর্থ-সংস্থানের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে এবং উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করে তা উপযুক্তভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি যাতে উদ্যোগ মূলধন সহজে সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য বিনিয়োগের সুযোগে সরলীকরণ, করের ছাড় ও অন্যান্য রাজস্বের সুবিধাও দিতে হবে। অন্যথায় উদ্যোগ বিনিয়োগে সাফল্য আসে না।

তবে উদ্যোগ মূলধনের খুঁকি খুব বেশি। একাপ মূলধনের যোগানে আঞ্চলিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একাপ মূলধন মূলত বীজ মূলধনের কাজ করে। প্রসারণের জন্য উদ্যোগ মূলধন জোগাড় করা কঠিন কাজ। একাপ মূলধন শুধু উৎপাদন ও উৎপাদিক শক্তি উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়, উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

উদ্যোগ মূলধনের উৎস হল বিভিন্ন বিনিয়োগকারীর দ্বারা যৌথ সৃষ্টি উদ্যোগ মূলধন তহবিল। যে-সব উদ্যোক্তাদের নিজস্ব মূলধন নেই তারা এই তহবিল থেকে প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন। উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে উদ্যোগের সম্প্রসারণের জন্যও অর্থের সংস্থান করা হয়।

উদ্যোগ মূলধনের ধারণাটি ১৯৫০-এর দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সৃষ্টি হয়। আমেরিকান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ১৯৫৭ সালে নতুন উদ্যোগে খুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে উদ্যোগ মূলধন বিনিয়োগ করে। ১৯৬০-এর দশকে প্রেট ব্রিটেনে এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে ফ্রান্স, জার্মানী ও নেদারল্যান্ডস-এ উদ্যোগ মূলধনের বিকাশ ঘটে। ১৯৮০-র দশকে জাপানে এর প্রসার ঘটে। ভারতে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি উদ্যোগের অর্থ সংস্থানে উদ্যোগ মূলধনের ধারণাটি স্বীকৃত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে ভারতে প্রথম ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (IDBI) উদ্যোগ মূলধন তহবিল গড়ে তোলে। ঐ বছরেই ভারতীয় শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ নিগম (ICICI) উদ্যোগ মূলধন সরবরাহের ব্যবসা শুরু করে। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারত সরকার উদ্যোগ মূলধন বিনিয়োগের গাইডলাইনস (নিদেশিকা) স্থির করে এবং মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে।

● ভারতে উদ্যোগ মূলধন-সংস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (Institutional Sources of Venture Capital Financing in India) :

(১) যে যে উৎস থেকে ভারতে উদ্যোগ মূলধনের সংস্থান করা যায় সেগুলি হল :

➢ (ক) জাতীয় স্তরে উন্নয়ন সম্পর্কিত আর্থিক সংস্থাসমূহ (Developmental Financial Institutions at National Level) :

[১] ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক সৃষ্টি মূলধন তহবিল (Capital Fund created by Industrial Development Bank of India or IDBI) : IDBI ১৯৮৬ সালে ভারতে প্রথম উদ্যোগ মূলধন তহবিল গড়ে তোলে। পরিবহণ, কম্পিউটার, জৈব প্রযুক্তি, টেলি যোগাযোগ, রাসায়নিক ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি শিল্প IDBI-এর উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাদের উদ্যোগে মূলধনের সংস্থান করতে পারে। এই তহবিল থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

[২] ভারতীয় শিল্প অর্থ নিগম (Industrial Finance Corporation of India or IFCI) : ১৯৭৫ সালে গঠিত খুঁকি মূলধন সংস্থাকে ১৯৮৮ সালে IFCI খুঁকি মূলধন ও প্রযুক্তি অর্থ-সংস্থান নিগম (Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd.)-এ রূপান্তর করে এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকারী উদ্যোগের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও নতুন গঠিত উদ্যোগের খুঁকি মূলধন সরবরাহের জন্য উদ্যোগ মূলধন তহবিল গড়ে তোলে। উন্নাবনের পারদর্শিতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পদ উদ্যোক্তারা এই তহবিল থেকে মূলধন পেতে পারেন।

[৩] ভারতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য কোম্পানী লিমিটেড (Technology Development and Information Company of India Ltd.) : ১৯৮৮ সালে ভারতীয় শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ নিগম (Industrial Credit and Investment Corporation of India or ICICI) ভারতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য কোম্পানী লিমিটেড গড়ে তোলে। ১৯৮৬ সালে ICICI একটি নিজস্ব উদ্যোগ মূলধন তহবিল গঠন করেছিল।

ভারতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য কোম্পানী লিমিটেড গঠন করার পর ICICI-এর উদ্যোগ মূলধন তহবিল প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য কোম্পানীর সৃষ্টি প্রথম উদ্যোগ মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকা এবং দ্বিতীয় উদ্যোগ মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০০০ মিলিয়ন টাকা। কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স, অ-চিরাচরিত শক্তি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তারা এই তহবিল থেকে মূলধনের সংস্থান করতে পারেন।

৪ (খ) রাজ্যস্তরে উন্নয়ন সম্পর্কিত আর্থিক সংস্থাসমূহ (Development Financial Institutions at State Level) :

বিভিন্ন রাজ্য আর্থিক সংস্থা গঠন করে উদ্যোগ মূলধনের সংস্থান করে। যেমন—গুজরাট উদ্যোগ মূলধন লিমিটেড, অন্ধ্রপ্রদেশ উদ্যোগ মূলধন লিমিটেড ইত্যাদি। রাজ্যস্তরের উন্নয়ন বিষয়ক আর্থিক সংস্থাগুলির মধ্যে গুজরাট উদ্যোগ মূলধন লিমিটেড আদর্শ উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত। এই সংস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল :

গুজরাট উদ্যোগ মূলধন লিমিটেড : গুজরাট শিল্প উন্নয়ন নিগম ১৯৯০ সালে এই সংস্থাটি গড়ে তোলে। এই সংস্থাটি নতুন উদ্যোগ স্থাপনে ইকুইটি মূলধন ও শর্তযুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ-সংস্থান করে। যে যে নতুন উদ্যোগে এই সংস্থা ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলি হল : সফ্টওয়্যার, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক, রাসায়নিক, শক্তি, খাদ্য ইত্যাদি।

৪ (গ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠিত উদ্যোগ মূলধন তহবিল (Venture Capital Fund of Commercial Banks) :

ভারতের বেশ কিছু ব্যাঙ্ক উদ্যোগ মূলধন তহবিল গঠন করে উদ্যোগে মূলধনের সংস্থান করে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তহবিলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে করা হল :

[১] **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ক্যাপিটাল মার্কেটস (SBI Cap) :** এই তহবিল থেকে ঘড়ি, চিনামাটির বাসনপত্র, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তারা সর্বাধিক ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত ইকুইটি মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

[২] **ক্যান ব্যাঙ্ক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (Canfina) :** ক্যানাড়া ব্যাঙ্কের সৃষ্টি এই সংস্থাটি উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে ইকুইটি মূলধন ও শর্তযুক্ত ঋণ হিসাবে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করে।

[৩] **এ. এন. জেড. গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক ভারত বিনিয়োগ তহবিল (ANZ Grindlays Bank India Investment Fund) :** প্রধানত অনাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে প্রারম্ভিক ১০ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে গঠিত এই উদ্যোগ মূলধন তহবিল দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনাপূর্ণ ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ উদ্যোগে অনধিক ১ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

[৪] **বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা :** ১৯৯০-এর দশকে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থা হল : (i) ইন্দাস ভেঞ্চার ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, (ii) ক্রেডিট ক্যাপিটাল ভেঞ্চার ফাউন্ড (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, (iii) টোয়েন্টি'য়েথ সেক্ষুরি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কর্পোরেশন লিমিটেড, (iv) আই এফ বি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফিনান্স লিমিটেড ইত্যাদি। এসব সংস্থাগুলি উদ্যোগ মূলধন তহবিল গঠন করে নতুন উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করে।

● উদ্যোগ মূলধনের সুবিধা (Advantages of Venture Capital) :

উদ্যোগ মূলধনের সুবিধাগুলি হল :

- ১। এই মূলধন নতুন উদ্যোগ ও চালু উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ফলে দেশীয় প্রযুক্তিবিদ্যার বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্ভব হয়।
- ২। এটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও উন্নাবনকে দ্বারান্বিত করে।
- ৩। প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্যোগস্থাপন ও উন্নয়নে উদ্যোগ মূলধন বীজ মূলধন, প্রারম্ভিক মূলধন ও প্রসারণ মূলধনের সরবরাহ করে।

- ৪। উদ্যোগ মূলধন শেয়ারের প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে।
- ৫। উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগের বৃদ্ধি বা উন্নয়নের হারকে বৃদ্ধি করে।
- ৬। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা উদ্যোগ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে উদ্যোগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ৭। উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগের মাঝারি ও দীর্ঘকালীন মূলধনী লাভ (Capital gains) অর্জনে সাহায্য করে।
- ৮। এটি উদ্যোজ্ঞার সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেয়।
- ৯। একুপ মূলধন সহজলভ্য হলে অনুকূল কারবারী ও শিল্পোন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- ১০। উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগটিকে গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করে।

● উদ্যোগ মূলধনের অসুবিধা (Disadvantages of Venture Capital) :

উদ্যোগ মূলধনের অসুবিধাগুলি হল :

- ১। উচ্চ-কুকিপূর্ণ প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধন বিশেষ অগ্রাধিকার দেয় না।
- ২। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে আধিক্যিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে আধিক্যিক প্রচেষ্টার আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয় না।
- ৩। উদ্যোগ মূলধন সাধারণত বীজ ও প্রারম্ভিক মূলধনের সংস্থান করে। এটি প্রসারণ মূলধনের সংস্থান করে না।
- ৪। উদ্যোগ মূলধন উদ্যোজ্ঞাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না।
- ৫। উদ্যোগ মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতিটি জটিল হওয়ায় অনেক উদ্যোজ্ঞা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না।
- ৬। অনেক সময় উপযুক্ত জামিনের অভাবে নতুন উদ্যোজ্ঞা উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে মূলধন পান না।
- ৭। অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না থাকলে নতুন উদ্যোজ্ঞা উদ্যোগ মূলধনের সম্বিহারে সফল হন না।

● ঋণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Debt Financing) :

ঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও নতুন উদ্যোগের পক্ষে অর্থের সংস্থান করা বেশ কঠিন কাজ কারণ এসব উদ্যোগের উদ্যোজ্ঞাদের জামিনযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ খুবই কম।

● ঋণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের উৎস/পদ্ধতি (Sources/Methods of Debt Financing) :

সাধারণত যে পদ্ধতিতে নতুন উদ্যোজ্ঞা ঋণের মাধ্যমে মূলধনের সংস্থান করেন সেগুলি হল :

- (i) **দেশীয় মহাজন (Indigenous Bankers)** : অনেক সময় উদ্যোজ্ঞাকে নিরূপায় হয়ে চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ করে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করতে হয়।
- (ii) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks)** : বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উদ্যোগে ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রকল্প চালু করেছে। এই সব ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের উদ্যোগকে জামিনযুক্ত স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। যে-সব ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলি হল : (i) শিক্ষিত বেকারদের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প, (ii) পেশাদার ও স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রকল্প, (iii) তফশিলী ও উপজাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী উদ্যোজ্ঞাদের প্রকল্প, (iv) মহিলা উদ্যোগ বিধি প্রকল্প, (v) সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি। তাছাড়া স্টেট ব্যাঙ্ক উদার প্রকল্প অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোগে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনেক সময় জামিন ছাড়াই স্বল্পসুদে ঋণ দিয়ে থাকে।
- (iii) **উন্নয়ন অর্থ সংস্থা ও এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থা (Development Finance Institutions and other Finance Companies)** : ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় অর্থ-লঘিকারী সংস্থা ও বিনিয়োগ সংস্থাগুলি অতি ক্ষুদ্র (tiny), ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঋণ প্রদান করে থাকে। যে-সব উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এই কাজে নিযুক্ত সেগুলি হল ভারতীয়

শিল্পোময়ন ব্যাঙ্ক (IDBI), ভারতীয় শিল্প অর্থ নিগম (IFCI), ভারতীয় ক্ষুদ্র শিল্পোময়ন ব্যাঙ্ক (SIDBI), ভারতীয় শিল্পপুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (IRBI) ইত্যাদি।

যে-সব সরকারি আর্থিক সংস্থাগুলি নতুন উদ্যোগে ঝণ মূলধন সরবরাহ করে থাকে সেগুলি হল : রাজ্য অর্থ নিগম (SFC), জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (NSIC), রাজ্য শিল্পোময়ন নিগম (SIDC), রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্পোময়ন নিগম (SSIDC) ইত্যাদি। যে-সব বিনিয়োগ সংস্থাগুলি নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানে সহায়তা করে সেগুলি হল : ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইভিয়া (UTI), ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (LICI), ভারতীয় সাধারণ বীমা নিগম (GICI) ইত্যাদি।

এছাড়া কোন শিল্পোদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নে বুকি মূলধন ও প্রযুক্তি নিগম, ভারতীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং তথ্য কোম্পানী লিমিটেড, ভারতীয় পর্যটন আর্থিক নিগম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

এসব সংস্থাগুলি হয় উদ্যোগটির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় করে অথবা অবলেখন করে আর্থিক সহায়তা দেয়। উদ্যোগটিকে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ঝণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুযোগ দেওয়াই এসব সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। কয়েকটি ক্ষেত্রে এরা উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করে দেয় এবং উদ্যোগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিলশিত মূল্য প্রদানের শর্তে ঝণ দিয়ে থাকে।

● ঝণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুবিধা (Advantages of Debt Financing) :

ঝণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুবিধাগুলি হল :

- (১) উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধনের অভাব থাকলে ঝণ মূলধন সংগ্রহ করে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।
- (২) ঝণ মূলধন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রহণ করে।
- (৩) ঝণ মূলধন সাধারণত ডিবেঞ্চার বিক্রি করে, বন্ড বিক্রি করে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অর্থ-লগ্নিকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঝণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুযোগ দেওয়াই এসব সংগ্রহ করা হয়। নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এসব ঝণের জন্যে সুদের হার স্বল্প হয়।
- (৪) ঝণ মূলধন প্রহণ করে উদ্যোগ গড়ে তুললে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানটির ওপর তাঁর মালিকানা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে পারেন।
- (৫) ঝণদাতা সংস্থাগুলি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।
- (৬) অনেক সময় ঝণ মূলধনকে মালিকানা বা ইকুইটি মূলধনে রূপান্তর করার সুবিধা থাকে।
- (৭) উদ্যোগটি আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হবার পর ঝণ মূলধন ফেরৎ দিতে পারে।
- (৮) ঝণ মূলধনের ওপর প্রদেয় সুদ উদ্যোগের মুনাফা থেকে বাদ দেওয়া যায়। তাই করের ক্ষেত্রে সুদ ছাড়যোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়। এতে করের বোৰ্ড হ্রাস পায়।
- (৯) ঝণ মূলধন বীজ মূলধন (Seed Capital) গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
- (১০) ঝণ মূলধনের সাহায্যে উদ্যোগটির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

● ঝণের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের অসুবিধা (Disadvantages of Debt Financing) :

ঝণ মূলধনের অসুবিধাগুলি হল :

- (১) ভারতে মূলধনের বাজার অনুমত ও অন্তর্যামিত। এই কারণে ঝণ মূলধনের বাজার তেমন প্রসার লাভ করেনি।
- (২) মূলধনের বাজারে মন্দাবস্থা এলে ঝণ মূলধনের মাধ্যমে উদ্যোগগুলি অর্থ-সংস্থান করতে পারে না।
- (৩) নতুন উদ্যোক্তাদের সাধারণত জামিন দেবার ক্ষমতা থাকে না। জামিনের অভাবে নতুন উদ্যোগ ঝণ পায় না।
- (৪) ঝণ মূলধনে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিতভাবে উদ্যোগটিকে সুদ প্রদান করতে হয়। এটি একটি স্থির দায় (Fixed charge) সৃষ্টি করে। নতুন উদ্যোগের আয়ের অনিশ্চয়তা থাকে বলে সুদের হার বোৰ্ড হয়ে দেখা দেয়।

(৫) ঋণ মূলধন বিলির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে হলে, যেমন ডিবেক্ষার, বল্ড ইত্যাদি বিলির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে হলে উচ্চ হারে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। এতে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় অধিক হয়।

● ৪। **সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান (Financing through Governmental Grants)** : উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে সরকার অনুদান বা আর্থিক সাহায্যের বাবস্থা করেছেন। নতুন উদ্যোগে ইকুইটি শেয়ার ক্রয় এবং ঋণ প্রদান করা ছাড়াও সরকার উদ্যোগ স্থাপনে আর্থিক অনুদান ও আর্থিক সাহায্যের বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এসব প্রকল্পের অধিকাংশই ভরতুকি (subsidy) ও ছাড় (allowance) সংক্রান্ত উৎসাহ প্রদানমূলক প্রকল্প।

সরকারী অনুদান বা আর্থিক সহায়তার প্রকল্পগুলি হলঃ (i) আর্থিক সাহায্য ও ভরতুকি প্রকল্প, (ii) যানবাহন প্রকল্প, (iii) উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (iv) গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প, (v) বিপণন ও বিক্রয় প্রকল্প, (vi) রপ্তানি প্রকল্প, (vii) করছাড়-সংক্রান্ত প্রকল্প, (viii) যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের প্রকল্প ইত্যাদি।

■ নতুন উদ্যোগে সরকারের আর্থিক সহায়তা-সম্পর্কিত প্রকল্প (Government Grants in New Projects) :

নতুন উদ্যোগে সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

➤ (১) **মূলধনী ভরতুকি প্রকল্প (Capital Subsidy Scheme)** : ১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি চালু করে। এর উদ্দেশ্য হল অনুমতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাত্পদ অঞ্চলে শিল্পাদ্যোগ স্থাপনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে পশ্চাত্পদ অঞ্চলগুলিকে 'A', 'B' ও 'C'—এই তিনি ভাগে ভাগ করে ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বাধিক ভরতুকির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধনী ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করেছে।

➤ (২) **ভরতুকি বিশিষ্ট পরামর্শদান প্রকল্প (Consultation Fee Subsidy Scheme)** : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি অর্থ নিগম ও শিল্পান্নয়ন নিগমের মাধ্যমে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোগগুলিকে কম খরচে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য পরামর্শদানের ব্যবস্থা করেছে। যে-সব উদ্যোগে পরামর্শ প্রদানের ফি (fee)-র ওপর ভরতুকি দেওয়া হয় সেগুলি হলঃ

- (i) পোলট্রি, ডেয়ারী, পশুপালন, মাছধরা ইত্যাদি উদ্যোগ,
- (ii) চাষবাস, উদ্যানপালন, মাছের চাষ, রেশমের চাষ ইত্যাদি সংক্রান্ত উদ্যোগ,
- (iii) অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার ও শক্তি সংরক্ষণ-সংক্রান্ত উদ্যোগ।

➤ (৩) **সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্প (Interest Subsidy Scheme)** : ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি চালু করে। যে-সব আর্থিক সংস্থা নতুন উদ্যোগে ঋণ দেবে তাদের নির্ধারিত বাজার-সুদের হার ও ৬% সুদের হারের মধ্যে যে পার্থক্য হবে তার সম্পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকি হিসাবে দেবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ভরতুকির পরিমাণ ২০,০০০ টাকার বেশি হবে না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্পও আছে। যেমন—

- (i) বেকারদের স্ব-উন্নয়ন ও স্ব-নিযুক্তির জন্য সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্প,
- (ii) মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্প,
- (iii) ক্ষুদ্র শিল্পের গুণাগুণ বা উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ পরিমাপের ব্যবস্থা করার জন্য সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্প,
- (iv) যে-সব উদ্যোক্তা দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগ করবেন তাদের জন্য সুদ-সংক্রান্ত ভরতুকি প্রকল্প ইত্যাদি।

➤ (৪) **বিক্রয়কর ছাড় প্রকল্প (Tax Exemption Scheme)** : নতুন শিল্পাদ্যোগকে আর্থিক সুবিধা দেবার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার পর ৫ থেকে ৭ বছরের জন্য বিক্রয়করে ছাড়ের সুবিধা দেন। তবে এই ছাড় শিল্পে পশ্চাত্পদ অঞ্চলে স্থাপিত নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রে

বিক্রয়করে সম্পূর্ণভাবে ছাড় দেওয়া হয় না, সেক্ষেত্রে বিলম্বিত বিক্রয়করের সুবিধা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বিক্রয়কর ছাড়ের অর্থ দিয়ে নতুন উদ্যোগের কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করা। এক একটি রাজ্য বিক্রয়কর ছাড় প্রদানের নিয়ম এক এক রকম। পশ্চিমবঙ্গে 'A', 'B' ও 'C' শ্রেণীভুক্ত জেলায় অবস্থিত নতুন উদ্যোগগুলি স্থাপনের পর ৫ বছর পর্যন্ত বিক্রয়কর সম্পূর্ণভাবে ছাড় পায়, কিন্তু 'D' শ্রেণীভুক্ত জেলায় স্থাপিত উদ্যোগগুলি প্রতিষ্ঠার পর ৯ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিক্রয়কর ছাড় পায়। এইসব শর্তগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়।

➤ (৫) আয়কর ছাড় প্রকল্প (**Income-Tax Exemption Scheme**) : এই প্রকল্প অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগকে ২০% আয়কর ছাড় দেয়। এই ছাড় পেতে গেলে নিচের শর্তগুলি পূরণ করতে হবে :

- (i) উদ্যোগটিকে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা হতে হবে,
- (ii) উদ্যোগটি গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে,
- (iii) উদ্যোগটি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল বা তারিখের মধ্যে স্থাপিত হতে হবে।

আয়করের ছাড় নতুন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত পাওয়া যাবে। যদি উদ্যোগটি পশ্চা�ৎপদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প বা হোটেল সংস্থা হয় তবে তার মুনাফার ওপর ২০% হারে আয়কর ছাড় দেবার পর করযোগ্য নীট আয় বার করা হবে। এই সব শর্তগুলি পরিবর্তনশীল শর্ত।

➤ (৬) বিদ্যুৎ শুল্কের ছাড় বা ভরতুকি প্রকল্প (**Scheme for Electricity Tariff Exemption or Subsidy**) : অনুমত অঞ্চলে নতুন উদ্যোগ স্থাপনে উৎসাহ দেবার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার একুপ ছাড় বা ভরতুকি দেন। উৎপাদন ব্যায়ে বিদ্যুৎ শুল্কের জন্য ব্যায় যদি বেশি হয় তবে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার পর ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য এই ছাড় দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে 'A' তালিকাভুক্ত জেলায় স্থাপিত নতুন শিল্পোদ্যোগে ৩ বছর এবং 'B', 'C' ও 'D' তালিকাভুক্ত জেলায় স্থাপিত নতুন শিল্পোদ্যোগে ৫ বছরের জন্য এই ছাড় দেওয়া হয়।

➤ (৭) পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য দান (**Financial Assistance for Infrastructural Development**) : দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কেন্দ্র নির্বাচন করে সেই সব কেন্দ্রে শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সহায়তা করেন। পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেন। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অর্থ সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আয়করের ক্ষেত্রে রিবেটের বা ছাড়ের সুবিধা দিয়ে ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড, যেমন ICICI ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড জনগণের কাছে বিক্রি করার অনুমতি দেন।

➤ (৮) আর্থিক সহায়তা প্রকল্প (**Financial Assistance Scheme**) : নতুন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগ এবং চালু ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলিকে বিভিন্ন রাজ্য সরকার জামিনযুক্ত সুদবিহীন ঝণ ও বিক্রয়কর বাবদ ঝণ দেন। ঝণের পরিমাণ কারিগরী ও হস্তশিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা এবং অন্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

➤ (৯) রাজ্য শিল্প অধিকর্তা দপ্তরের প্রকল্প (**Schemes of State Directorate of Industries**) : কারখানা স্থাপন, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং কার্যকরী মূলধনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প অধিকর্তা দপ্তর ক্ষুদ্র শিল্প গঠন ও উন্নয়নের জন্য ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঝণ দিয়ে থাকে।

➤ (১০) গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পে ভরতুকি (**Subsidy for Rural Industrial Project**) : যদি কোন ভূমিহীন কারিগর কুটীর বা অতি ক্ষুদ্র (tiny) শিল্পোদ্যোগ স্থাপন করতে চায় তবে কেন্দ্রীয় সরকার মোট বিনিয়োগের ৩৩½% ভরতুকি দেন। কিন্তু যে-সব কারিগরদের ৫ একর পর্যন্ত জমি আছে তাঁরা কুটীর বা অতি-ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মোট বিনিয়োগের ২৫% ভরতুকি পাবেন। আবার দক্ষ কারিগরদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতি গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগের জন্য যদি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয়মূল্যের ওপর ৫০% ভরতুকি দেন।

➤ (১১) বিশেষ নিযুক্তি প্রকল্প (Special Employment Scheme) : এটি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য অর্থ নিগম সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের ঝণ গ্রহণের সুযোগ দেয়। যদি কোন উদ্যোক্তা উদ্যোগের মোট ব্যয়ের মার্জিন অংশ জোগাড় করতে পারেন তবে তাকে এই প্রকল্প অনুযায়ী আর্থিক প্রয়োজনের উপরেখ্যোগ্য অংশ ঝণ হিসেবে দেওয়া হয়। নিজে যোগান দিতে না পারলে নতুন উদ্যোক্তা মার্জিন অংশ বীজ মূলধন সাহায্য প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। অনুমিত ব্যয়ের ১০% থেকে ১৫% এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তার মার্জিন অংশ কমে যায়।

➤ (১২) প্রকল্প এবং সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন (Project and Feasibility Report) : রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যে উদ্যোগ গড়ে তোলায় উৎসাহ দেবার জন্য নতুন উদ্যোক্তাদের বিনা মূল্যে প্রকল্প ও সম্ভাব্যতার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বিলি করেন। রাজ্য সরকারের শিল্প বিভাগ, যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েবকন (WEBCON) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই ধরনের প্রকল্প ও সম্ভাব্যতার প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

উপরিউক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রকল্পগুলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি অনেক নতুন প্রকল্প চালু করেছেন।

● সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুবিধা (Advantages of Financing through Governmental Grants) :

সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের সুবিধাগুলি হল :

- (i) উদ্যোক্তারা নতুন উদ্যোগ স্থাপনে উৎসাহী হন,
- (ii) উদ্যোগ পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়,
- (iii) উদ্যোগের উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ সম্ভব হয়;
- (iv) উদ্যোগগুলির উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও রপ্তানি বৃদ্ধি পায়;
- (v) বেসরকারী উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে;
- (vi) কারবারী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভূরাষ্টিত হয়;
- (vii) নতুন উদ্যোগগুলি ভরতুকির সুবিধা, কর ছাড়ের সুবিধা ও ট্যাক্স হলিডের (tax holiday) সুবিধা ভোগ করে;
- (viii) শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পায়;
- (ix) শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে গতি সঞ্চার হয়;
- (x) উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
- (xi) শিল্পোন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে;
- (xii) শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়।

● সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের অসুবিধা (Disadvantages of Financing through Governmental Grants) :

তবে সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানের কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন—

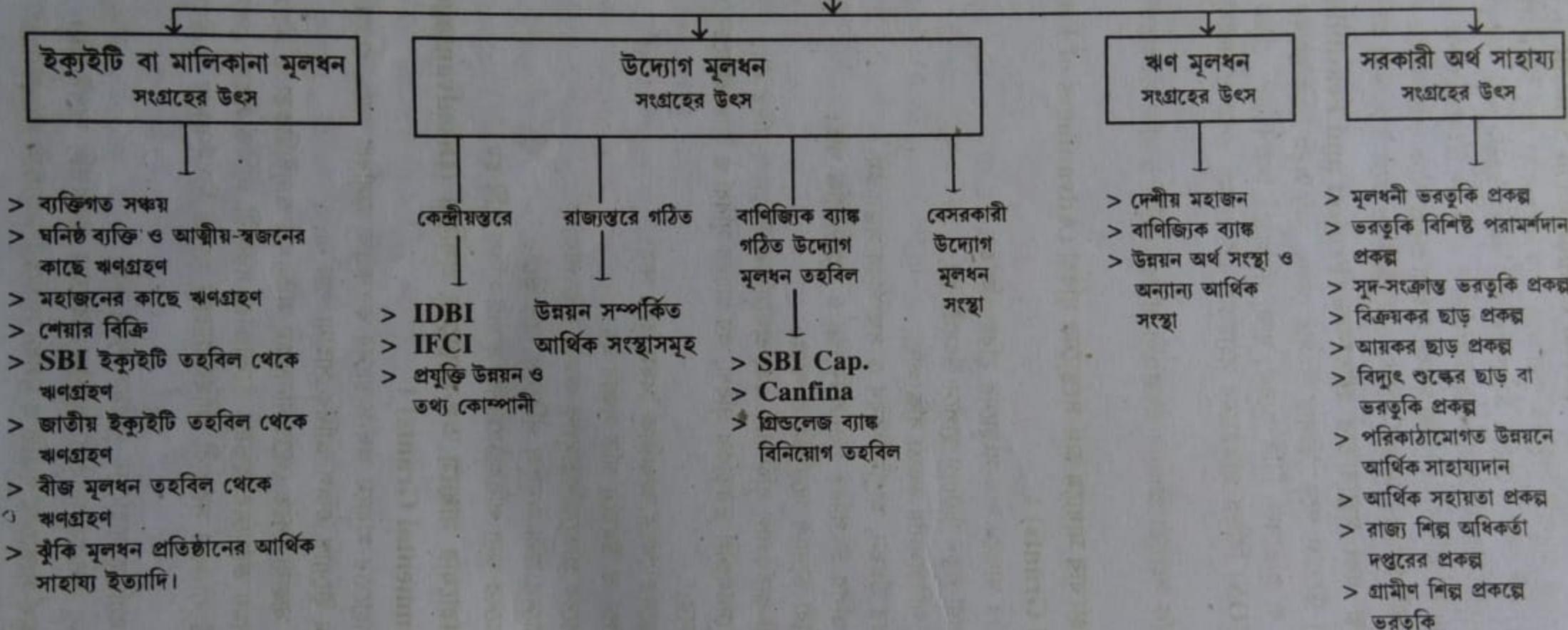
- (i) সব রকম উদ্যোগ একুশ আর্থিক সাহায্য পায় না;
- (ii) সরকারী সাহায্য পেতে গেলে নানারকম আইনগত আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়ম-কানুন মানতে হয়;
- (iii) অনেক সময় জামিনের অভাবে উদ্যোক্তারা সরকারী আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন;
- (iv) গ্রামের উদ্যোক্তারা সরকারী আর্থিক সাহায্য পাবার নিয়ম-কানুন ও উৎস সম্পর্কে প্রায়ই অজ্ঞ থাকেন।

- (v) সরকারী আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ খুবই অল্প;

- (vi) প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী আর্থিক সাহায্যের প্রকল্পগুলি যথেষ্ট নয়।

নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানের পদ্ধতি ও মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলি পরপৃষ্ঠায় চার্ট (Chart) বা চিত্রলিপির মাধ্যমে দেখানো হল :

নতুন উদ্যোগের অর্থ-সংস্থান পদ্ধতি



- ক্ষুদ্র শিল্পে উদ্যোগস্থগণের উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা ও উৎসাহদান প্রকল্প (Incentive Schemes regarding Infrastructural Facilities for the Development of Small Industrial Entrepreneurship) :

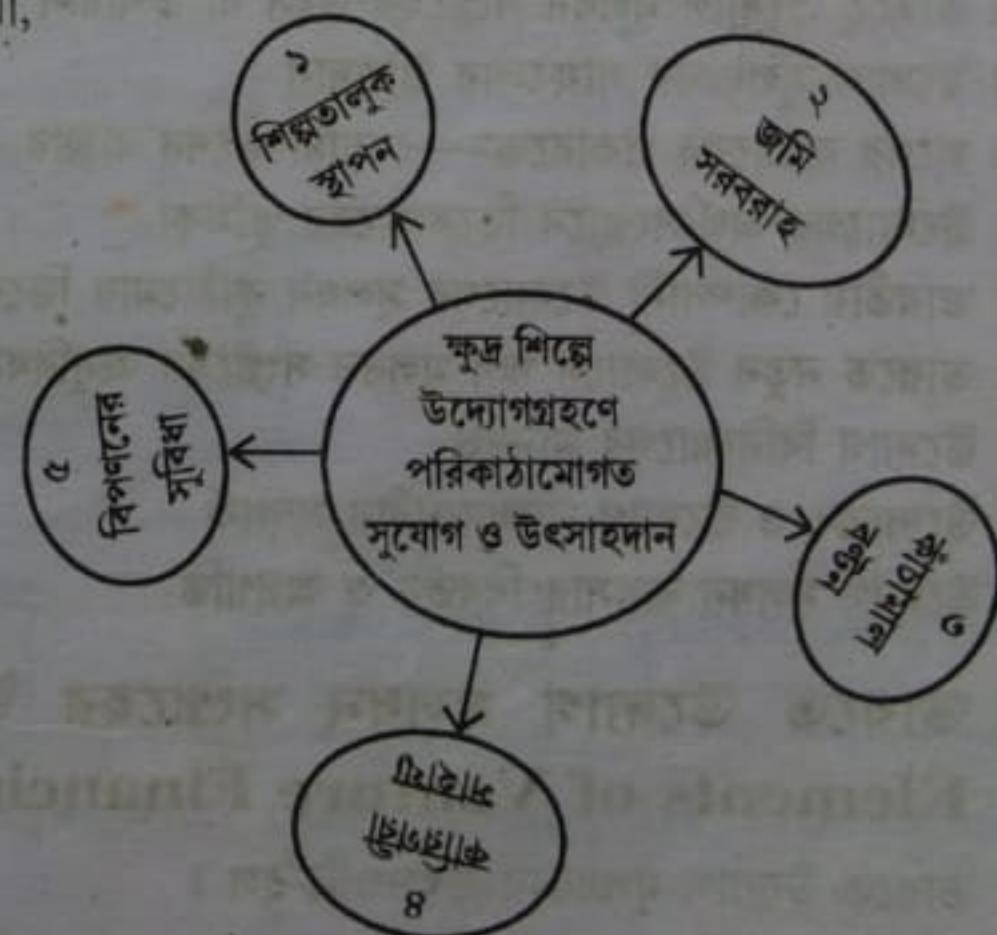
କୁନ୍ଦ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନତୁନ କୋନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଡ଼େ ତୋଲାର କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ-ସବ ପରିକାଠାମୋଗତ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ଓ ଉଂସାହ ଦେଓଯାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରା ହେଁବେ ସେଶ୍ଵଳି ହଲ :

➤ ১। শিল্প তালুক স্থাপন (Establishment of Industrial Estate) : ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু শিল্প তালুক গড়ে তোলা হয়েছে। এই শিল্প তালুকগুলির কাজ হল ক্ষুদ্র উদ্যোগের পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন, যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ ইত্যাদি খাজনা অথবা ভাড়া-ক্রয়ের ভিত্তিতে সরবরাহ করা। এর ফলে নতুন উদ্যোগ কম ব্যয়ে ছোট উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহ পান।

➤ ২। জমি সরবরাহ (Supply of Land) : ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার খুব কম দামে ইজারা বা লীজের (lease) ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থানে অথবা শিল্প তালুকে প্রশস্ত জমি দিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে সন্টলেক ও রাজারহাট টাউনশিপে এবং ই. এম. আই. বাইপাসের কাছে এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু জমি রাজ্য সরকার বিলি করেছে।

৪। কাঁচামাল বণ্টন (Distribution of Raw Materials) : ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলি যাতে সহজে নিয়মিতভাবে কাঁচামালের যোগান পায় তার জন্য রাজ্য শিল্প নিগম বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় ও দুপ্ত্রাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ করে জেলার মজুত ভাণ্ডারে রাখে এবং নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে মজুত ভাণ্ডার থেকে ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের তা সরবরাহ করে। এর ফলে ছোট উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন।

➤ ৪। কারিগরী সাহায্য (Technical Assistance) : প্রযুক্তি সেবা সংগঠন (Technical Service Organisation) গঠন করে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী সাহায্য দেয়। এই সংগঠনের কাজগুলি হল :



ଚିତ୍ରଲିପି ବା ଚାଟ

শ্বানে বিক্রয় কেন্দ্র বা এস্পোরিয়াম খুলেছে। তাছাড়া রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প নিগম, রেল, ডাক ও তার বিভাগ, সরবরাহ ও বিক্রয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগে ক্ষুদ্র উদ্যোগের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করে।

■ ভারতে উদ্যোগগ্রহণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future possibilities of Entrepreneurship in India) :

ভারতের মত উন্নয়নশীল ও প্রতিভাসম্পন্ন দেশে উদ্যোগগ্রহণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। ভারতে চাকরীর বাজার ভাল নয়, বেকার সমস্যা তীব্র এবং জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে উদ্যোগগ্রহণের ক্ষেত্র বিস্তৃত। যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতে উদ্যোগগ্রহণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হতে পারে সেগুলি হল :

- ১। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূখ্য উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ মূলধন দিয়ে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীদের সাহায্য করতে হবে।
- ২। রুগ্ন উদ্যোগগুলিকে যে-সব উদ্যোক্তা পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী সেইসব উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য মূলধন তহবিল গড়ে তুলতে হবে।
- ৩। নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্যোগগ্রহণে দক্ষতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগ্রহণে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে।
- ৫। নতুন উদ্যোগে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য সহজ শর্তে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীদের ঝুঁট দিতে হবে।
- ৬। পর্যটন শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কম্পিউটার, টেলি-কমিউনিকেশন পরিষেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে-সব নতুন উদ্যোক্তা আগ্রহী হবেন মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে তাদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করতে হবে।
- ৭। ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর বা প্রযুক্তিবিদ্গণ যাঁরা উদ্যোগগ্রহণে উৎসাহী তাদের মূলধন সরবরাহ করে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করতে হবে।
- ৮। উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা এবং বিপণন-সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নতুন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৯। নতুন উদ্যোক্তারা যাতে নতুন উদ্যোগের খুঁকি বহনে উৎসাহী হন তার জন্য খুঁকি মূলধন (Risk Capital) তহবিল গড়ে তুলতে হবে।
- ১০। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রযুক্তি বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে পারলে নতুন উদ্যোক্তাদের নতুন উদ্যোগগ্রহণে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

■ ভারতে উদ্যোগ মূলধন সংগ্রহের উৎস বা উপাদান

- উদ্যোগ মূলধনের সাফল্যের উপাদান
- ঋণের বাজারের প্রকারভেদ—মেয়াদী ঋণের বাজার, ডিবেঞ্চারের বাজার, বণ্ডের বাজার
- উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানে ডিবেঞ্চারের ভূমিকা
- ভারতীয় কোম্পানী উদ্যোগের মূলধন কাঠামোয় ডিবেঞ্চারের ভূমিকা
- ভারতে নতুন উদ্যোগে ঝুঁট মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা
- উদ্যোগ বিনিয়োগের মানদণ্ড
- উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ মূলধনকারীর সম্পর্ক
- উদ্যোগ মূলধন ব্যবসার বিবর্তন ও অগ্রগতি

■ ভারতে উদ্যোগ মূলধন সংগ্রহের উৎস বা উপাদান (Sources or Elements of Venture Financing in India) :

ভারতে উদ্যোগ মূলধনের উৎসগুলি হল :

- > ১। ইকুইটি (Equity) : উদ্যোগ মূলধন সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পদ্ধতি হল ইকুইটির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ। ভারতের উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাগুলি সকলেই ইকুইটির মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করেন। এর ফলে উদ্যোগটির ওপর তাদের মালিকানা বজায় থাকে। তবে তাদের সরবরাহ করা মূলধন উদ্যোগটির মোট ইকুইটির ৪৯%-এর বেশি হয় না। এই কারণে যদি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগের আংশিক মালিকানা পান কিন্তু তাঁরা উদ্যোগটির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পান না। ৫১% ইকুইটি

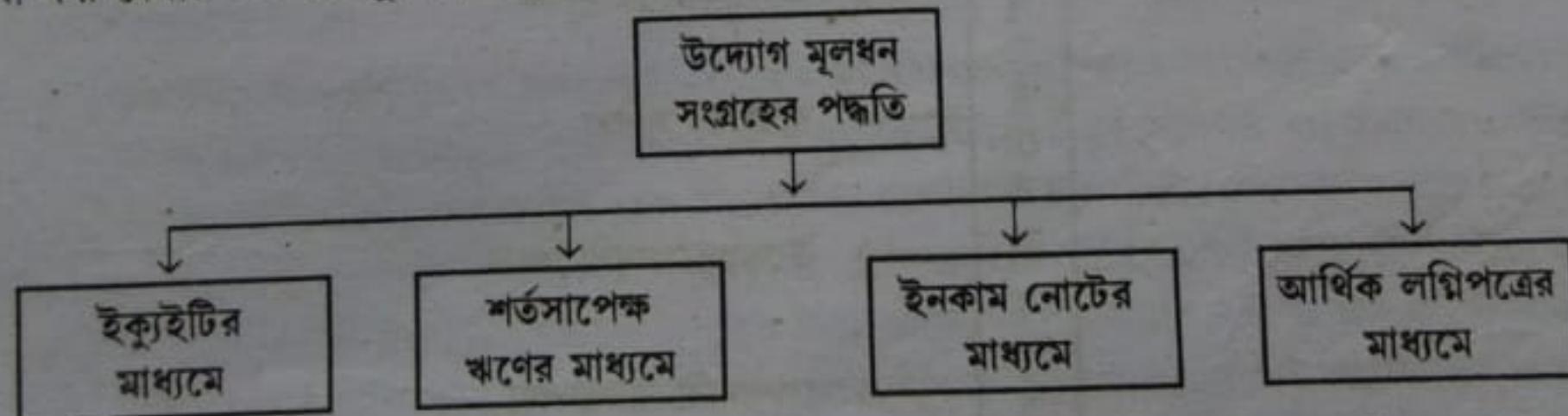
মালিকানা উদ্যোক্তার নিজের হাতে থাকে বলে উদ্যোক্তা তাঁর প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাকে কিন্তু মুনাফার অংশ তাঁর অধিকৃত ইকুইটির অনুপাতে দিতে হয়। অনুরূপভাবে যদি উদ্যোগটির লোকসান বা ক্ষতি হয়, তবে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীকে তাঁর ইকুইটির অনুপাতে ক্ষতির পরিমাণও বহন করতে হয়। বাকী লোকসান উদ্যোক্তা নিজে বহন করেন। উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীকে অধিকৃত ইকুইটির অনুপাতে মুনাফা প্রদানের পর অবশিষ্ট মুনাফা উদ্যোক্তা নিজে ভোগ করেন।

৪। শর্তসাপেক্ষ ঋণ (Conditional Loan) : কোন শর্তপূরণের অঙ্গীকারে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোন উদ্যোগকে নতুন উদ্যোগগ্রহণের জন্য ঋণ দেন, তবে তাকে শর্তসাপেক্ষ ঋণ বলে। এরূপ ঋণের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

- (i) এসব ঋণ স্বত্ত্ব-ভাড়ার আকারে দেওয়া হয়;
 - (ii) নতুন উদ্যোগ যখন তার পণ্য বা সেবা বিক্রি করতে সক্ষম হবে তখন এই ঋণ পরিশোধ করা হবে;
 - (iii) একাপ ঋণ গ্রহণ করলে উদ্যোক্তাকে ঋণের ওপর কোন সুদ দিতে হয় না, তবে নির্দিষ্ট হারে ঋণের ওপর স্বত্ত্ব-ভাড়া দিতে হয়;
 - (iv) উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীর মধ্যে চুক্তি থাকতে পারে যে উদ্যোগটি যখন বাণিজ্যিকভাবে সফলতা পাবে তখন উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীকে ঋণের ওপর উচ্চ হারে সুদ দিতে হবে—সুদের হার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঠিক করা হবে;
 - (v) মূলধন প্রযুক্তি অর্থ নিগম মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্যোগে যদি ঋণ দিয়ে থাকে, তবে উদ্যোগটি সফল না হলে এই প্রতিষ্ঠান তার প্রদত্ত ঋণের ৫০% উদ্যোক্তার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

➤ ৩। ইনকাম নোট (Income Note) : চিরাচরিত ঝণ ও শর্তসাপেক্ষ ঝণের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মিশ্র লগ্নিপত্রকে ইনকাম নোট বলে। যখন কোন নতুন উদ্যোগে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইনকাম নোটের মাধ্যমে ঝণ দেন, তখন তিনি বিক্রয়ের ওপর স্বল্পহারে স্বত্ত্ব-ভাড়া এবং সুদ উভয়ই চার্জ বা দাবি করেন। নোটের মাধ্যমে ঝণ দেন, তখন তিনি বিক্রয়ের ওপর স্বল্পহারে স্বত্ত্ব-ভাড়া এবং সুদ উভয়ই চার্জ বা দাবি করেন। ভারতের শিল্পায়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India বা IDBI) যে-সব উদ্যোগ দেশীয় প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহার করে অথবা দেশীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি আমদানি করে সেইসব উদ্যোগে ইনকাম নোটের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয়ের ৮০% থেকে ৮৭.৫% ঝণ দিয়ে থাকে। সুদ এবং স্বত্ত্ব-ভাড়া উভয়ই দিতে রাজী থাকলে উদ্যোগ ইনকাম নোটের মাধ্যমে ঝণ গ্রহণের সুযোগ পান।

৪। আর্থিক লগ্নিপত্র (Financial Security) : নতুন উদ্যোগে খণ্ড দেবার জন্য কয়েকটি বেসরকারী মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক লগ্নিপত্র বা সিকিউরিটি দিয়ে থাকেন। এতে উদ্যোগ প্রবর্তনের স্তরে কোন সুদ দিতে হয় না। পরের কার্যস্তরে খুব কম হারে এবং বাণিজ্যিক স্তরে পুরোপুরি কাজকর্ম আরম্ভ হলে উচ্চহারে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সুদ দিতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী অনেক সময়ে স্বত্ত্ব-ভাড়া অথবা কর দেবার পর যে মুনাফা থাকে তার অংশ উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীকে দিতে হতে পারে।

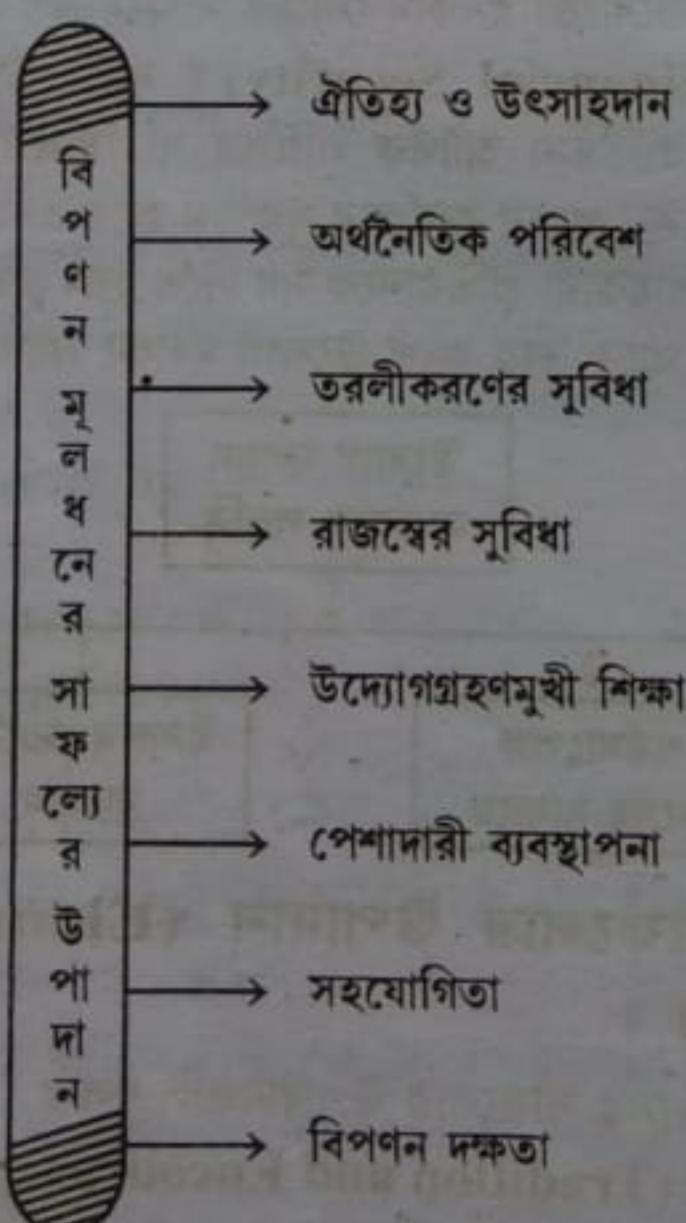


- উদ্যোগ মূলধনের সাফল্যের উপাদান (Elements of Success in Venture Capital) :

উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোগ মূলধনের সাফল্যের উপাদানগুলি হল :

> ১। ঐতিহ্য ও উৎসাহদান (Tradition and Encouragement) : উদ্যোগাদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন ক্ষমতা, উদ্যম এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের কাছ থেকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং গবেষণা ও উন্নয়নের উৎসাহ পেলে উদ্যোগ মূলধনের সাফল্য সুনির্ণিত হয়।

- > ২। অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment) : দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হলে উদ্যোগ মূলধনে সাফল্য আসে। উন্নত অর্থনৈতিক পরিবেশে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত মানের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা যায়। ফলে পণ্য ও সেবার বাজার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতারা পণ্যের বাস্তবায়ন প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এতে উদ্যোগের বাণিজিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলে উদ্যোগ মূলধন সহজে প্রবাহিত হয়।
- > ৩। তরলীকরণের সুবিধা (Liquidity Facility) : দেশের শেয়ার বাজারগুলির অবস্থা ভাল হলে উদ্যোগে ইকুইটি মূলধন সংগ্রহের সুবিধা হয়। শেয়ারগুলি সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য হয় বলে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা উদ্যোগে মূলধন সরবরাহে আকৃষ্ট হন।
- > ৪। রাজস্বের সুবিধা (Fiscal Facility) : নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে যদি সরকার কর ছাড়, ভরতুকি ইত্যাদির সুবিধা দেয়, তবে উদ্যোগ মূলধনে সাফল্য আসে কারণ এতে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা ইকুইটি মূলধনে আকৃষ্ট হয়।
- > ৫। উদ্যোগগ্রহণমুখী শিক্ষা (Entrepreneurship-oriented Education) : দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, কারিগরী ও উদ্যোগগ্রহণমুখী হয়ে উঠবে উদ্যোগগ্রহণে তত উৎসাহী মূলধন সরবরাহকারী পাওয়া যাবে। ফলে উদ্যোগ মূলধনে সাফল্য আসবে।
- > ৬। পেশাদারী ব্যবস্থাপনা (Professional Management) : উদ্যোগটি যদি পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে উদ্যোগটির ওপর উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোগ মূলধনে সাফল্য আসে।
- > ৭। সহযোগিতা (Collaboration) : কোন নতুন উদ্যোগ যদি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সিটিউট গবেষণা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে গড়ে তোলা হয়, তবে উদ্যোগ মূলধনে সাফল্য আসে।
- > ৮। বিপণন দক্ষতা (Marketing Efficiency) : যে উদ্যোগের বিপণন দক্ষতা যত বেশি হবে সেই উদ্যোগের উন্নয়নের সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল হবে। এই কারণে বিপণন দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোগে মূলধনের সাফল্য সুনির্শিত হয়।



উদ্যোগ মূলধনের সাফল্যের উপাদানগুলিকে উপরের চার্ট বা চিত্রলিপির মাধ্যমে দেখানো হল।

■ ঋণের বাজারের প্রকারভেদ (Different Types of Debt-market) :

ঋণের বাজার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—(১) মেয়াদী ঋণের বাজার, (২) ডিবেঞ্চারের বাজার, এবং (৩) বন্দের বাজার। ঋণ বাজারের উপাদান বা শ্রেণীগুলি নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

➤ ১। **মেয়াদী ঋণের বাজার (Term Loan Market)** : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক, অর্থ-লঘিকারী প্রতিষ্ঠান, উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শর্তে ও ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদ বা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধরনের ঋণ দেয় তাকে মেয়াদী ঋণ বা মেয়াদী অর্থ বলে। ঋণ মূলধনের অন্যতম উৎস হল মেয়াদী ঋণ বা এক বছরের বেশি কিন্তু দশ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য মেয়াদী ঋণ ব্যবহার করা হয়। মেয়াদী ঋণের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

(i) **জামিনযুক্ত ঋণ (Secured Loan)** : মেয়াদী ঋণ সবসময় জামিনযুক্ত হয় অর্থাৎ মেয়াদী ঋণের অর্থ দিয়ে যে সম্পত্তি ক্রয় করা হবে তা জামিন হিসেবে ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখতে হবে। ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সম্পত্তি ও সম্পর্যায়ের জামিন (collateral security) হিসেবে রাখা যায়। যদি কিস্তি ও ঋণের ওপর সুদ প্রদানে ঋণগ্রহীতা খেলাপ করে তবে ঋণদাতা সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের অর্থ আদায় করতে পারে।

(ii) **সুদ ও আসল প্রদান (Payment of Interest and Principal)** : ঋণগ্রহীতাকে নিয়মিত কিস্তিতে সুদ ও আসলের অর্থ মেটাতে হয়। সুদের হার ঝুঁকি ও অগ্রাধিকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। কিস্তির অর্থ প্রদানে খেলাপ করলে খেলাপীর জন্য ঋণপ্রদানকারী সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সুদ ও আসল পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার দায়।

➤ ২। **ডিবেঞ্চারের বাজার (Debenture Market)** : ডিবেঞ্চার শব্দটি লাতিন শব্দ 'ডেবার' (Debere) থেকে এসেছে। এর অর্থ হল “ঋণ করা” (to owe)। সুতরাং ডিবেঞ্চার হল ঋণপত্র। এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের স্বীকারোক্তি করা হয়। এটি একটি আইনানুগ দলিল। ডিবেঞ্চার বিলির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। ডিবেঞ্চারের ওপর শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সুদ প্রদান করতে হয়। সুতরাং ডিবেঞ্চার ঋণগ্রহীতার একটি স্থির দায় (fixed charge)। শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে ঋণপত্রের আসল অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

● **ডিবেঞ্চারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Debenture)** : ডিবেঞ্চার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—(ক) নির্দিষ্ট দায়যুক্ত ডিবেঞ্চার এবং (খ) অনির্দিষ্ট দায়যুক্ত ডিবেঞ্চার, (৩) প্রত্যর্পণযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার, (৪) অপ্রত্যর্পণযোগ্য বা অপরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার, (৫) নিবন্ধিত ডিবেঞ্চার বা বাহক ডিবেঞ্চার ইত্যাদি।

● **ডিবেঞ্চারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Debenture)** : ডিবেঞ্চারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(i) **জামিন (Security)** : প্রায় সমস্ত ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে কোম্পানীকে ডিবেঞ্চার বিলি করতে হয় বলে ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করার নিরাপত্তা থাকে।

(ii) **রূপান্তর যোগ্যতা (Convertibility)** : রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চারগুলিকে ডিবেঞ্চার গ্রহীতারা ইচ্ছে করলে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করে নিতে পারেন কারণ কোম্পানী যখন রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার বিলি করে তখন দলিলে সুস্পষ্টভাবে সময় ও রূপান্তরের অনুপাত উল্লেখ করা থাকে।

(iii) **পরিশোধের সময়সীমা (Time Limit for Repayment)** : কোম্পানী নিজের সুবিধামত ডিবেঞ্চার কখন পরিশোধ করা হবে তার সময় স্থির করতে পারে।

(iv) **অছি (Trustee)** : ডিবেঞ্চারগণের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি ট্রাস্টি বা অছি আছে। ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অছি হতে পারে। সব রকমের কাজের জন্য অছি দায়ী থাকে বলে ডিবেঞ্চার গ্রহীতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

(v) **ঐচ্ছিক ক্রয় এবং ঐচ্ছিক বিক্রয় (Call Option and Put Option)** : ঐচ্ছিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ডিবেঞ্চার পরিশোধ করতে পারে। ঐচ্ছিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে

পূর্ব-নির্ধারিত দামে নির্দিষ্ট সময়ে ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানীকে ডিবেঞ্চারের অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাঁর অধিকার বলবৎ করতে পারেন।

- (vi) **কুপন হার (Coupon Rate)** : ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদেয় সুদের হারকে কুপন হার বলে। কোম্পানী এই সুদের হার স্থির করে। সুদের হার স্থির বা পরিবর্তনশীল হতে পারে।
- (vii) **ডিবেঞ্চার পরিশোধ সংস্থিতি (Debenture Redemption Reserve)** : ১০ মাসের বেশি মেয়াদের ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে বিলিকৃত ডিবেঞ্চারগুলি পরিশোধের জন্য একটি “ডিবেঞ্চার পরিশোধ সংস্থিতি” গড়ে তুলতে হয়।

● **ডিবেঞ্চারের সুবিধা (Advantages of Debenture)** : ডিবেঞ্চার বিলির মাধ্যমে ঋণ মূলধন সংগ্রহের সুবিধাগুলি হল :

- (i) কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না বলে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যবস্থাপনায় তাঁদের অধিকার বজায় রাখতে পারেন।
- (ii) এতে ‘ইকুইটির ওপর কারবার’ (Trading on Equity) করে ইকুইটি শেয়ারের লভ্যাংশের হার বাড়ানো সম্ভব হয়।
- (iii) সাধারণত জামিনযুক্ত ডিবেঞ্চার বিলি করা হয় বলে ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের নিরাপত্তা বজায় থাকে।
- (iv) ডিবেঞ্চার মূলধন কোম্পানীর দীর্ঘকালীন ও কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে পারে।
- (v) ডিবেঞ্চার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়।
- (vi) ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের কোন ভোটাধিকার থাকে না বলে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের হাতে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে।
- (vii) ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদত্ত সুদ কোম্পানীর ব্যয় হিসেবে কর ছাড়ের সুবিধা পায়।
- (viii) ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণ সুদ থেকে নিশ্চিত আয় করতে পারেন।

● **ডিবেঞ্চারের অসুবিধা (Disadvantages of Debentures)** : ডিবেঞ্চার বিলির মাধ্যমে ঋণ মূলধন সংগ্রহের অসুবিধাগুলি হল :

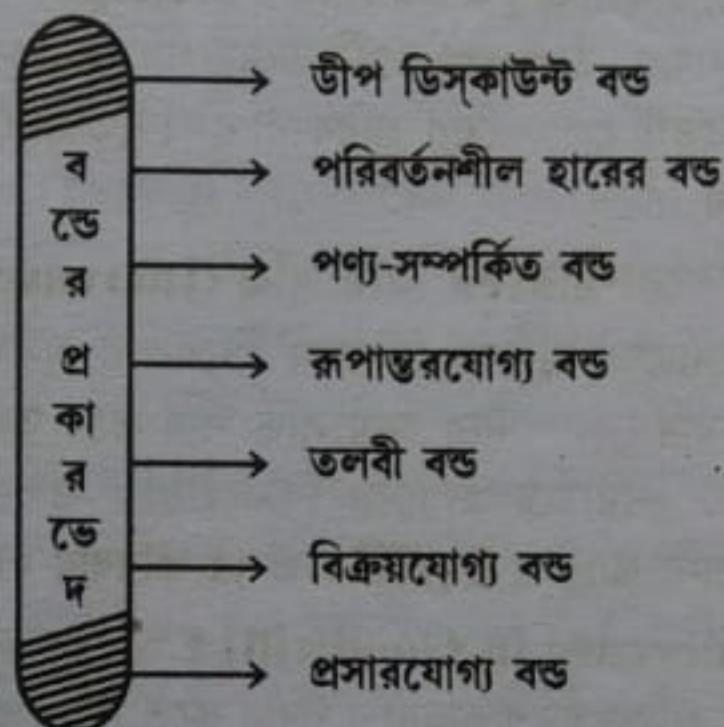
- (i) ডিবেঞ্চারের ওপর স্ট্যাম্প ডিউটির হার খুব বেশি বলে বিনিয়োগকারীরা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে অনুৎসাহী হন।
- (ii) জামিনযুক্ত ডিবেঞ্চার বিক্রি করে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করলে কোম্পানীর সম্পত্তির ওপর স্থির দায় (fixed charge) সৃষ্টি হয়। এতে কোম্পানী সম্পত্তি জামিন দিয়ে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেতে অসুবিধায় পড়ে।
- (iii) বিনিয়োগকারীরা নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের বিলিকৃত ডিবেঞ্চার ক্রয়ে তেমন আগ্রহী হন না বলে নতুন উদ্যোগগ্রহণে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়।

➤ ৩। **বণ্ডের বাজার (Bond Market)** : উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া তরান্বিত হওয়ার কারণে, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার কারণে এবং কর ছাড়ের সুবিধা প্রদানের কারণে বণ্ড বিলি করে সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ মূলধন সংগ্রহে প্রচেষ্টা করে। তবে ভারতে বেসরকারী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন পিয়ারলেস এনক্যাশমেন্ট বণ্ড ইত্যাদি বণ্ড বিক্রির মাধ্যমে ঋণ মূলধন সংগ্রহে তেমন সফল হয়নি। কিন্তু সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বণ্ড কিনলে করের ক্ষেত্রে ছাড় বা সুবিধা দেয় বলে বিনিয়োগকারীরা বণ্ড ক্রয়ে আগ্রহী হন।

● **বণ্ডের শ্রেণীবিভাগ (Types of Bond)** : বণ্ড বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন—

- (i) **জীপ ডিস্কাউন্ট বণ্ড (Deep Discount Bond)** : শূন্য-সুদের বণ্ডকে (zero-interest bond) জীপ ডিস্কাউন্ট বণ্ড বলে। এরূপ বণ্ডের কোন কুপন হার বা সুদের হার থাকে না— এটি লিখিত মূল্যের (face value) ওপর বেশি হারে বাট্টা বা ডিস্কাউন্ট (discount) দিয়ে বিলি করা হয়।
- (ii) **পরিবর্তনশীল হারের বণ্ড (Floating Rate Bond)** : ব্যাঙ্কে প্রচলিত মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে যে সুদের হার থাকে তার থেকে বেশি হারে সুদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরূপ বণ্ড বিলি করা হয়। এক্ষেত্রে সুদের হার মানসূচক হার (Standard rate) হয়।

- (iii) **পণ্য-সম্পর্কিত বন্ড (Commodity-linked Bond)** : পেট্রোল কোম্পানীগুলি এধরনের বন্ড বিক্রি করে এবং যে-সব শক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পেট্রোল ব্যবহার করে তারা এই ধরনের বন্ড ক্রয় করে। এক্ষেত্রে বন্ডের ওপর সুদের হার নির্ভর করে পণ্যের দামের ওপর।
- (iv) **রূপান্তরযোগ্য বন্ড (Convertible Bond)** : যে বন্ড কতকগুলি শর্ত ও নির্দেশ মেনে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করা যায় তাকে রূপান্তরযোগ্য বন্ড বলে।
- (v) **তলবী বন্ড (Callable Bond)** : তলবী বন্ডকে ক্রয়যোগ্য বন্ড বলে। এই বন্ড বিলিকারী কোম্পানী শর্ত অনুযায়ী বন্ডে পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই বন্ড পরিশোধ করতে পারে।
- (vi) **বিক্রয়যোগ্য বন্ড (Puttable Bond)** : শর্ত অনুযায়ী এই ধরনের বন্ড গ্রহণকারী বন্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই কোম্পানীকে বন্ডের অর্থ ফেরত দেবার জন্য দাবী বা বন্ড বিক্রয়ের অধিকার পান।
- (vii) **প্রসারযোগ্য বন্ড (Extendable Bond)** : এই ধরনের বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ডগ্রহীতা বন্ডের মেয়াদ শেষে বন্ডের অর্থ তুলে নিতে পারেন অথবা মেয়াদের সময় আরও বৃদ্ধি করে বন্ড পুনর্বিকরণ (renew) করতে পারেন।



বন্ডের শ্রেণীবিভাগের চিত্রলিপি

■ কোম্পানী উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্রের ভূমিকা (Role of Debentures in Financing Company Venture) :

কোম্পানীর নাম ও সীলমোহরযুক্ত ঋণ গ্রহণের স্বীকৃতিপত্র বা দলিলকে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বলে। ল্যাটিন শব্দ 'ডেবার' (Debere) কথাটি থেকে 'ইংরেজি শব্দ 'ডিবেঞ্চার' (Debenture) কথাটি এসেছে যার অর্থ হল 'To owe' অর্থাৎ 'ঋণ করা'। কোম্পানী উদ্যোগ বিভিন্ন প্রকার ডিবেঞ্চার বিক্রি করে ঋণ মূলধন (Debt Capital) সংগ্রহ করতে পারে, যেমন—

- (১) জামিনের দিক থেকে ডিবেঞ্চার সরল বা সাধারণ ডিবেঞ্চার এবং জামিনযুক্ত বা বন্ধকী ডিবেঞ্চার হতে পারে।
- (২) নিবন্ধনের দিক থেকে ডিবেঞ্চার নিবন্ধীকৃত ডিবেঞ্চার এবং বাহকদেয় ডিবেঞ্চার হতে পারে।
- (৩) প্রত্যর্পণের দিক থেকে ডিবেঞ্চার পরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার এবং অ-পরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার হতে পারে।
- (৪) মর্যাদার দিক থেকে ডিবেঞ্চার সমঅধিকারযুক্ত বা ইকুইটেবল (Equitable) ডিবেঞ্চার এবং আইনানুগ (Legal) ডিবেঞ্চার হতে পারে।
- (৫) অগ্রাধিকারের দিক থেকে ডিবেঞ্চার প্রথম ডিবেঞ্চার (First Debentures) এবং দ্বিতীয় ডিবেঞ্চার (Second Debentures) হতে পারে।
- (৬) রূপান্তরযোগ্যতার দিক থেকে ডিবেঞ্চার রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার এবং অ-রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার হতে পারে।

ডিবেঞ্চার বিক্রি করে অর্থ-সংস্থান করলে কোম্পানী উদ্যোগের একটি স্থির দায় বা চার্জ (Charge) সৃষ্টি হয়। যেহেতু ডিবেঞ্চারহোল্ডাররা কোম্পানী উদ্যোগের পাওনাদার এই কারণে কোম্পানী উদ্যোগের লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতেই হয়। ডিবেঞ্চার হল স্থির সুদ-বহনকারী লপ্তি পারেন না।

ডিবেঞ্চার মূলধন সংগ্রহের বাহ্যিক উৎস। নতুন কোম্পানী উদ্যোগের পক্ষে ডিবেঞ্চার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করার অসুবিধা আছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ও পুরানো কোম্পানী ডিবেঞ্চার বিক্রি করে উদ্যোগ সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী ও চলতি মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। কোম্পানী উদ্যোগের অর্থ-সংস্থানে ডিবেঞ্চারের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হল :

- ১। **নির্দিষ্ট হারে সুদ** (Fixed rate of Interest) : এতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। সুতরাং মূলধনের ব্যয় বহু বছর ধরে এক রকম থাকে। কোম্পানী উদ্যোগের মূলাফা বৃদ্ধি পেলে অথবা মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে ডিবেঞ্চারের ওপর সুদের হার বৃদ্ধি করতে হয় না।

- ২। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ স্বীকৃত নয় (No Participation in Management) : ডিবেঞ্চার-হোল্ডাররা কোম্পানীর পাওনাদার, তাঁরা কোম্পানী উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না এবং কোম্পানীর সভায় যোগদানের অধিকারী নন। সুতরাং কোম্পানীর সিদ্ধান্তগ্রহণে তাঁদের মতামত বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না।

- > ৩। ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের আয় বৃদ্ধি (Increase of Income of Equity Shareholders) : কোম্পানী উদ্যোগের মূলধন বিন্যাসে ডিবেঞ্চার মূলধন থাকলে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের হার বৃদ্ধি পায়। যদি কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি পায় তবে তা থেকে নির্দিষ্ট হারে ডিবেঞ্চারের ওপর সুদ দিতে হয় বলে ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগের ওপর আয় বা প্রতিদান বৃদ্ধি পায়। এতে ডিবেঞ্চারের দৌলতে কোম্পানী উদ্যোগ ইকুইটির ওপর কারবার (Trading on Equity) করতে পারে।

- ৪। **সুনাম বৃদ্ধি (Increase in Goodwill)** : অধিক ডিবেঞ্চার মূলধন থাকলে এবং কোম্পানীর মূলাফা বৃদ্ধি পেলে কোম্পানী অধিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করে সক্ষম হয় বলে কোম্পানী উদ্যোগের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

- ৪। স্থির মূলধনের ব্যয় কম (Less Cost of Fixed Capital) : যখন ডিবেঞ্চার মূলধন দীর্ঘ-মেয়াদী ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয় তখন সেটি কোম্পানী উদ্যোগে স্থায়ী মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ফলে স্থির মূলধনের ব্যয় কম পড়ে।

- ৬। পরিশোধের সুবিধা (Facility of Redemption) : ডিবেঞ্চার পরিশোধের জন্য প্রতি বছর কোম্পানীর নেট মূলাফা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ডিবেঞ্চার পরিশোধ সঞ্চিতিতে (Debenture Redemption Reserve) সরিয়ে রাখা যায় এবং সেটি উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করে ডিবেঞ্চার পরিশোধের সংস্থান করা যায়। কোম্পানী উদ্যোগের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল হলে মেয়াদ কালের আগেই ডিবেঞ্চার পরিশোধ করে দেওয়া যায়।

- ৭। উপযুক্ত ব্যবহার (Proper Utilisation) : ডিবেঞ্চার মূলধন দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন গঠন করে। দ্রুত ফেরত দিতে হয় না বলে এই মূলধন দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায়।

- ৮। করের রেহাই (Tax Relief) : ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদেয় সুদ কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসাবে খরচ বলে দেখানো যায়। ফলে কোম্পানী উদ্যোগ করের ক্ষেত্রে রেহাই পায়।

- ১৯। কম ঝুঁকি (Less Risk) : সাধারণত সম্পত্তি বন্ধক বা জামিন রেখে ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়। ফলে ডিবেঞ্চারহোল্ডারদের ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং কোম্পানী উদ্যোগে তারা অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহী হন।

- ১০। আয়ের নিশ্চয়তা (Certainty in Income) : কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, ডিবেঞ্চারের ওপর কোম্পানী নির্দিষ্ট হারে প্রতি বছর সুদ প্রদান করে। এই কারণে ডিবেঞ্চারহোল্ডাররা আয়ের নিশ্চয়তা পান এবং কোম্পানীতে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী হন।

● **সমালোচনা (Criticisms)** : ডিবেঞ্চার ঋণ মূলধনের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে। এটি কোম্পানী উদ্যোগে ঋণ-ইকুইটি অনুপাতে (Debt-Equity Ratio) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ-সংস্থানে কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। নিচে এই অসুবিধাগুলি আলোচনা করা হল :

> ১। **ব্যয়বহুল (Costly)** : ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ ব্যয়বহুল। কারণ ডিবেঞ্চার বিলির সময় উচ্চতারে স্ট্যাম্প শুল্ক (Stamp duty) দিতে হয়। ভারতে নিবন্ধীকৃত ডিবেঞ্চারে হাজার টাকার মূল্যের ডিবেঞ্চারের স্ট্যাম্প ডিউটি ৭.৫০ টাকা এবং বাহক দেয় ডিবেঞ্চারে হাজার টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চারের স্ট্যাম্প ডিউটি হল ১৫ টাকা। বর্তমানে স্ট্যাম্প ডিউটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

> ২। **সম্পত্তি জামিন রাখা (Mortgage of Assets)** : বন্ধকী ডিবেঞ্চার বিলির সময় কোম্পানীর সম্পত্তি জামিন হিসাবে বন্ধক রাখতে হয়। ফলে ব্যাকের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহের সময় উপযুক্ত জামিনের অভাব হতে পারে।

> ৩। **দন্তুরি জনিত ব্যয় বৃদ্ধি (Increase of Cost due to Payment of Brokerage)** : ডিবেঞ্চার বিলির সময় দালালকে দালালি দিতে হয় বলে মূলধন সংগ্রহের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

> ৪। **নতুন কোম্পানী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অসুবিধা (Difficulties in case of New Company Ventures)** : শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীই ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত মূলধনের সংস্থান করতে পারে। নতুন কোম্পানী উদ্যোগ ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না।

> ৫। **আর্থিক বোৰ্ডা বৃদ্ধি (Increase of Financial Burden)** : লোকসানের সময়ও কোম্পানীকে ডিবেঞ্চারের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়। এতে মন্দার সময়ে কোম্পানীর আর্থিক বোৰ্ডা বেড়ে যায়।

> ৬। **সুনাম নষ্টের আশংকা (Apprehension of Damage of Goodwill)** : কোম্পানীর আর্থিক সঙ্গতি খারাপ হলে ডিবেঞ্চার পরিশোধে খেলাপ হতে পারে। ফলে কোম্পানীর সুনাম নষ্ট হয়।

> ৭। **একক-প্রতি মূল্য বেশি (High Unit Price)** : সাধারণত শেয়ারের তুলনায় ডিবেঞ্চারের একক-প্রতি মূল্য বেশি হয়। এই কারণে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে উৎসাহী হন না।

> ৮। **অনুন্নত মূলধনের বাজার (Underdeveloped Capital Market)** : যে-সব দেশে মূলধনের বাজার অনুন্নত ডিবেঞ্চারের বাজার অনিয়মিত বা অস্থিতিশীল হয়। ফলে ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানী উদ্যোগ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না।

> ৯। **সরকারী লক্ষ্মিপত্রের আধিপত্য (Predominance of Government Securities)** : মূলধনের বাজারে সরকারী লক্ষ্মিপত্রের আধিপত্য থাকলে ডিবেঞ্চারের বাজারে মন্দ ভাব আসে কারণ বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তার কারণে তখন সরকারী লক্ষ্মিপত্র (Government Securities) ক্রয়ে বেশি উৎসাহী হন।

> ১০। **জামিন রাখার ক্ষমতা (Capacity to Furnish Security)** : যে-সব কোম্পানী উদ্যোগের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কম সে-সব কোম্পানী উদ্যোগ সম্পত্তি জামিন রেখে যথেষ্ট পরিমাণ ডিবেঞ্চার মূলধন সংগ্রহে ব্যর্থ হয়।

■ **ভারতীয় কোম্পানী উদ্যোগের মূলধন কাঠামোয় ডিবেঞ্চারের ভূমিকা (Role of Debentures in the Capital Structure of Indian Companies)**

ভারতে ডিবেঞ্চারের বাজারের প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় কোম্পানীগুলি তাদের মোট মূলধনের মোটামুটি ২০ শতাংশ ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশে কোম্পানীর মূলধন কাঠামোয় ডিবেঞ্চারের অবদান প্রায় ৪০ শতাংশ।

ভারতে অধিকাংশ কোম্পানী উদ্যোগের আর্থিক স্থিতিশীলতা তেমন আস্তাবহ নয়। বিনিয়োগকারীরা মনে করেন যে কোম্পানী হয়ত নিয়মিতভাবে সুদ প্রদান ও মেয়াদ শেষে ডিবেঞ্চারের অর্থ ফেরত দিতে পারবে না। কোম্পানী উদ্যোগের আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ আকর্ষণীয় নয়।

মুদ্রাশূন্যতির সময় অর্থের মূল্য কমতে থাকে। ডিবেঞ্চারে কোম্পানী চুক্তি অনুযায়ী একই হারে প্রতি বছর সুদ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। বাজারে সুদের হার বাড়লেও ডিবেঞ্চারের ওপর দেয় সুদের হার অপরিবর্তিত থাকে। ফলে ডিবেঞ্চারহোল্ডাররা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগকারীদের অনীহার এটিও একটি কারণ।

কোম্পানীর দিক থেকেও ডিবেঞ্চার বিক্রির তেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। কোম্পানীর আয় নিশ্চিত বা নিয়মিত না হলে ডিবেঞ্চারের জন্য প্রদেয় সুদ আর্থিক বোৰা সৃষ্টি করে। এটি কোম্পানী উদ্যোগের একটি স্থির দায় (fixed charge)। তাই নতুন কোম্পানী উদ্যোগ আরম্ভের সময় ডিবেঞ্চার বিলি করে স্থির আর্থিক বোৰা নিতে চায় না। ফলে ডিবেঞ্চার বাজার অনুমত হয়।

আর্থিক বাজার ও মূলধনের বাজারে মন্দা দেখা দিলে ডিবেঞ্চার বিক্রির সম্ভাবনা কমে যায়। ভারতীয় অর্থের বাজার ও মূলধনের বাজারে প্রায়ই মন্দা আসে। এই কারণে ডিবেঞ্চার বাজার উন্নত নয়।

তবে সাম্প্রতিককালে ডিবেঞ্চার বাজারের উন্নয়নের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন—

- ১। একক-প্রতি ডিবেঞ্চার মূল্য হ্রাস করে এখন ১০০ টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার বিলি করা হচ্ছে।
- ২। ভারতে ডিবেঞ্চার দায়গ্রাহকরা (underwriters) আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি সংগঠিত।
- ৩। ভারতে এখন ডিবেঞ্চার হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা অনেক সরল হয়েছে।
- ৪। ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদেয় সুদের ক্ষেত্রে কোম্পানী উদ্যোগগুলি করের রেহাই পায়।
- ৫। ডিবেঞ্চারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষায় ভারতে অছি বা ট্রাস্টি (trustee) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ৬। ডিবেঞ্চারের জন্য কোম্পানীর যে-সব সম্পত্তি বন্ধক থাকে তার জামিনেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বর্তমানে ঝণ দিতে রাজী হচ্ছে।

■ ভারতে নতুন উদ্যোগে ঝণ মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা (Problems of obtaining Debt Capital in India) :

ভারতে নতুন উদ্যোগে ঝণ-ইকুইটি মূলধনের অনুপাত মোটামুটি ১ : ৪। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় এই অনুপাত খুবই কম। নতুন উদ্যোগে ইকুইটিতে অংশগ্রহণে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আগ্রহ দেখালেও ডিবেঞ্চার ক্রয়ে তাঁরা তেমন উৎসাহী নন। বাণিজ্যিক ব্যক্ত, অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাগুলি নতুন উদ্যোগে ঝণ দিতে বা তাদের বিলিকৃত ডিবেঞ্চার ক্রয়ে তেমন কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন না। নতুন উদ্যোগে ঝণ মূলধন সংগ্রহের প্রধান প্রধান বাধাগুলি হল :

> ১। **অনুমত মূলধন বাজার (Underdeveloped Capital Market)** : ভারতে ঝণ মূলধনের বাজার তেমন সুসংহত নয়। শেয়ার বাজারগুলিতে বিধিবদ্ধ উদ্যোগের বিলিকৃত ডিবেঞ্চারের তেমন চাহিদা নেই।

> ২। **মূলধনের মন্দ বাজার (Depression in Capital Market)** : কিছুদিন ধরে সারা বিশ্বে মূলধনের বাজারে ক্রমাগত মন্দাভাব বজায় আছে। এর প্রতিফলন ভারতীয় মূলধন বাজারের ওপর পড়েছে। ভারতের মূলধন বাজারে মন্দাভাব থাকায় নতুন উদ্যোগের পক্ষে ঝণপত্র বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করা আশানুরূপ হচ্ছে না।

> ৩। **জামিনের অভাব (Lack of Security)** : বাজার থেকে ঝণ সংগ্রহ করতে হলে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে উপযুক্ত জামিন রাখতে হয়। নতুন উদ্যোগের পক্ষে জামিনের উপযুক্ত সম্পত্তি না থাকায় তাঁরা ঝণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না।

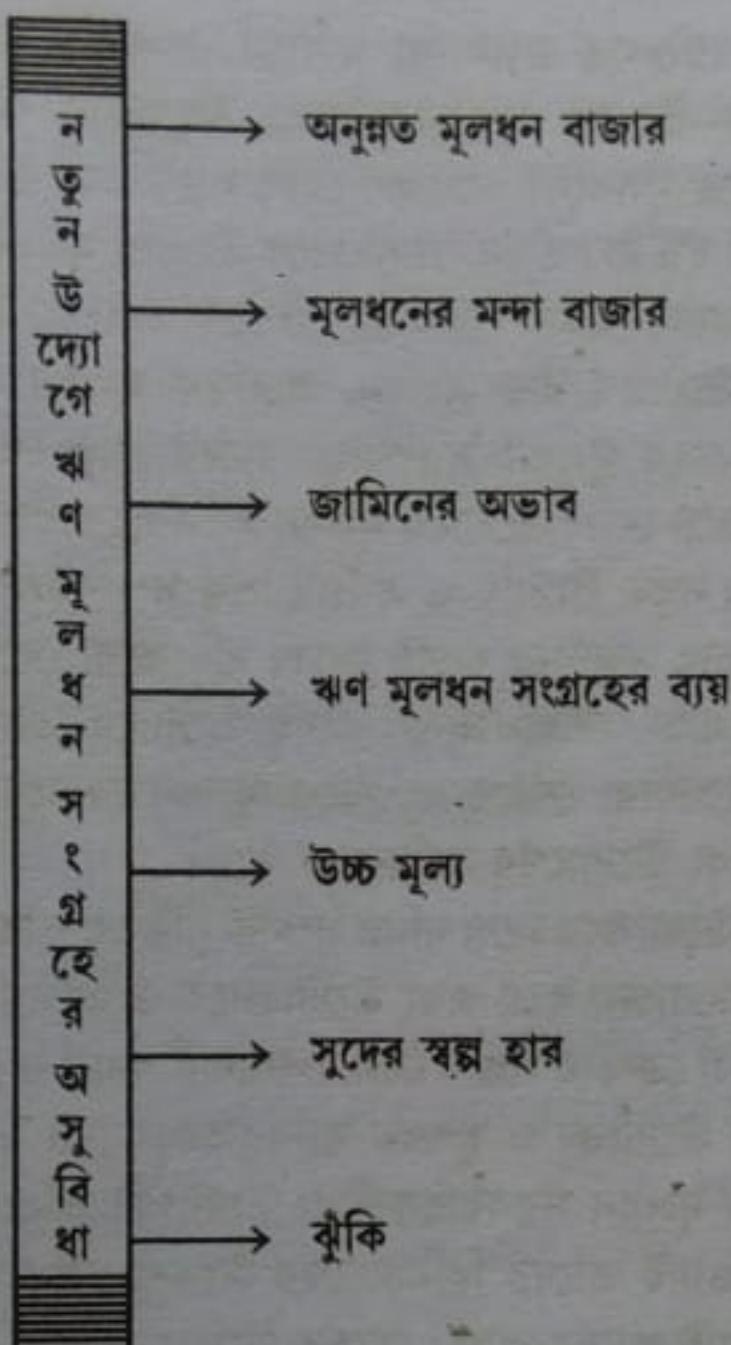
> ৪। **ঝণ মূলধন সংগ্রহের ব্যয় (Cost of raising Debt Capital)** : ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে ঝণ সংগ্রহের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি কারণ ডিবেঞ্চারের ওপর স্টাম্প ডিউটি (stamp duty) খুব বেশি।

> ৫। **উচ্চ মূল্য (High Price)** : ডিবেঞ্চার বিক্রি করে নতুন উদ্যোগে মূলধন সংগ্রহের আর একটি প্রতিবন্ধকতা হল যে একক প্রতি ডিবেঞ্চারের দাম শেয়ারের দাম অপেক্ষা অনেক বেশি হয়। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ডিবেঞ্চার ক্রয়ে তেমন আগ্রহী হন না।

➤ ৬। সুদের স্বল্প হার (Low Rate of Interest) : ভারতে ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদত্ত সুদের হার আকর্ষণীয় নয়। বাজারে প্রচলিত সুদের হার অপেক্ষা ডিবেঞ্চারের ওপর প্রদত্ত সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি না হলে ডিবেঞ্চার ক্রয়ে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হন না।

➤ ৭। ঝুঁকি (Risk) : নতুন উদ্যোগে ঋণ প্রদান করা বা নতুন উদ্যোগের ডিবেঞ্চার ক্রয় করা অনেক বেশি ঝুঁকিবহুল। বিনিয়োগকারীরা নতুন উদ্যোগের ডিবেঞ্চার ক্রয় করা অপেক্ষা সরকারী করমুক্ত বড় NSC, কিয়াণ বিকাশপত্র ও অন্যান্য সরকারী লঘিপত্রে অর্থ বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী। ফলে নতুন উদ্যোগে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ মূলধনের অভাব ঘটে।

নিচে চিরলিপির মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে ঋণ মূলধন সংগ্রহের অসুবিধা দেখানো হল :



■ উদ্যোগ বিনিয়োগের মানদণ্ড (Criterion for Venture Investment) :

উদ্যোগ ছোট আকারের বা বৃহৎ আকারে গড়ে তোলা হতে পারে। বড় উদ্যোগে মূলধন সরবরাহকারীরা এবং ছোট উদ্যোগে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত মূলধন অর্থ-সংস্থান করে। বৃহৎ উদ্যোগে মূলধনের ঝুঁকি ছোট উদ্যোগের মূলধনের ঝুঁকি অপেক্ষা অনেক বেশি থাকে। তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই মূলধন বিনিয়োগের সময় বিনিয়োগকারীকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। যে উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগে প্রতিদান (Return) পাওয়া যায় সেই উদ্যোগ সফল উদ্যোগ। সুতরাং উদ্যোগে বিনিয়োগ করার আগে উদ্যোক্তাকে নিবিড়ভাবে সমীক্ষা করে উদ্যোগের সাফল্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হয়। উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হবে কিনা তার সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী বা বিনিয়োগকারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচেনা করতে হয় :

- (১) উদ্যোগটি সার্থক হবে কিনা অর্থাৎ উদ্যোগের সাফল্যের সম্ভাবনা;
- (২) উদ্যোগটি যে পণ্য বা সেবা তৈরি করবে তার বাজার চাহিদা কিরূপ;
- (৩) উদ্যোগে ঝুঁকির পরিমাণ এবং উদ্যোক্তা কিভাবে দক্ষতার সঙ্গে ঝুঁকির পরিচালনা করবেন;
- (৪) উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আয় ক্ষমতা;
- (৫) উদ্যোক্তার নেতৃত্বাধীনের ক্ষমতা;

(৬) উদ্যোক্তার অতীত অভিজ্ঞতা ও কাজের মূল্যায়ন; এবং

(৭) মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ধারণ করার জন্য প্রচলিত সূত্র (formula) ব্যবহার করা।

মৈব্যক্তিক মানদণ্ড (impersonal criterion) ব্যবহার করে মূলধন সরবরাহকারীকে উদ্যোগের লাভজনকতা ও সম্ভাব্য সমৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। নতুন উদ্যোগে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হয় বলে বিনিয়োগের ওপর প্রতিদানের হার (Rate of Return on Investment) বেশি হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগকারী পাওয়া কষ্টকর হয়।

■ উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ মূলধনকারীর সম্পর্ক (Relationship between the Entrepreneur and Venture Capitalist) :

ছোট উদ্যোগ হলে উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত মূলধনের মাধ্যমে উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান করতে পারেন। পরে উদ্যোগের সম্প্রসারণ ঘটলে তাঁকে উদ্যোগ মূলধনকারীদের অনুসন্ধান করতে হয়। কিন্তু বড় আকারের অধিকতর ঝুঁকিবহুল উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ বেশি লাগে এবং উদ্যোক্তার একার পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তখন উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীদের খৌজ করতে হয়। উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করার জন্য সরকারী ক্ষেত্রের এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী থাকে। তারা নতুন উদ্যোগে বীজ মূলধন, প্রারম্ভিক মূলধন, ঝুঁকি মূলধন, সম্প্রসারণ মূলধন ইত্যাদির যোগান দেয়। উদ্যোক্তা এসব মূলধন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাদের উদ্যোগের সাধারণ শেয়ারহোল্ডার করে নেন। উদ্যোগে মূলধন সরবরাহকারীরা সাধারণত অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হয় এবং তারা রাজার গবেষণার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন উদ্যোগটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যাচাই করে। যদি তারা দেখে যে নতুন উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং উদ্যোগের মুনাফাযোগ্যতা সন্তোষজনক তবেই উদ্যোগে তারা অর্থ বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। সাধারণত উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা শেয়ার ও স্টকে মূলধন বিনিয়োগ করে যাতে উদ্যোগের ওপর তাদের দীর্ঘকালীন নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং উদ্যোগের মালিকানা পায়।

উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী ও উদ্যোক্তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কারণ এই সব মূলধন সরবরাহকারীরা বারবার উদ্যোক্তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং উদ্যোক্তাকে উদ্যোগগ্রহণ ও উদ্যোগের সাফল্যের জন্য পরামর্শ ও উপদেশ দেয়। তারা সম্ভাব্য ত্রেতার সন্ধান দেয়, পেশাদারী জ্ঞান ও সেবা প্রদান করে এবং উদ্যোক্তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে বলে উদ্যোক্তা ও মূলধন সরবরাহকারীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে উদ্যোগে মূলধন সরবরাহকারীরা উদ্যোগটি অধিগ্রহণের চেষ্টা করেন না। উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে প্রতিদান পাওয়াই তাদের বিনিয়োগের উদ্দেশ্য। উদ্যোগ পরিচালনা করা তাদের কাজ নয়—উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করাই তাদের কাজ। যেহেতু উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা স্টক বা শেয়ারে মূলধন করে সেইহেতু যদি উদ্যোক্তা উদ্যোগ পরিচালনায় ব্যর্থ হন, তখন উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীরা উদ্যোগ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেদের হাতে নেয় কারণ উদ্যোগে তাদের মূলধনজনিত স্বার্থ জড়িত থাকে।

■ ভারতে উদ্যোগ মূলধন ব্যবসার বিবর্তন ও অগ্রগতি (Evolution and Progress of Venture Capital Business in India) :

ভারতে উদ্যোগগ্রহণের প্রচেষ্টা পূর্বে খুবই কম ছিল। বর্তমানে নতুন উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন নুতন উদ্যোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড়ে উঠছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও কোম্পানী উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রবণতা আগের থেকে এখন অনেক বেশি। ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারীদের সংখ্যাও সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা পেশাদারী ও ঝুঁকিবহুলকারী উদ্যোগ মূলধন প্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিবহুল নতুন উদ্যোগে শেয়ার ও স্টক কিনে অথবা জামিনের ভিত্তিতে অথবা সম্পত্তি বন্ধক রেখে উদ্যোগ তহবিল গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ছোট আকারের উদ্যোগে ব্যাক, বিশেষ অর্থ-লাভিকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন শিল্পোন্নয়ন ব্যাক, IFC, SFC, রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম ইত্যাদিরা অর্থ-সংস্থান করে।

ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থ-সংস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাক (Small Industries Development Bank of India বা SIDBI)-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। SIDBI ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন উদ্যোগে স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণ দেয় এবং ইকুইটি মূলধনে অংশগ্রহণ করে। ফলে নতুন উদ্যোগে বীজ

নতুন উদ্যোগে অর্থ-সংস্থান

মূলধনের সংস্থান হয় এবং কার্যকরী মূলধনের অভাব অনেকটা ঘটে। তাছাড়া SIDBI ভাড়া-ক্রয় পদ্ধতিতে উদ্যোগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়েরও প্রচেষ্টা করে। শুধু (hire purchase system) উদ্যোগের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়েরও প্রচেষ্টা করে। শিল্পের নতুন উদ্যোগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, ডিপোজিট ইনসিওরেন্স ও ক্রেডিট গ্যারান্টি নিগম, রিষ্ট ক্যাপিটাল ফাউন্ডেশন ইত্যাদি উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বীজ মূলধন ও খুঁকি মূলধন সরবরাহ করে। এছাড়া শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ নিগম উদ্যোগের ইকুইটি মূলধনে অংশগ্রহণ করে।

উদ্যোগের বাণিজ্যিক প্রযুক্তির উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সাহায্য করে। উদ্যোগ মূলধন সম্পত্তি ভারতে উদ্যোগ মূলধন ব্যবসায় উদ্যোগ মূলধন সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগে মূলধন তহবিল গড়ে তোলে। অর্থ-লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, দালালি প্রতিষ্ঠান এবং কিছু বিদেশী উদ্যোগ মূলধন ব্যবসায়ীরাও উদ্যোগ মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

মূলধন ব্যবসায়ারাও উদ্যোগ মূলধন সরবরাহ করে থাকে।
কেন্দ্রীয় সরকার নতুন উদ্যোগে কর ছাড়ের ব্যবস্থা করে নতুন উদ্যোগগ্রহণে উৎসাহ দেয়। সফটওয়ার
উদ্যোগ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি ইকুইটি মূলধনের অনধিক ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় পেতে পারে। কোম্পানীর
রূপে গঠিত নতুন উদ্যোগকে কর ছাড়ের সুবিধা পেতে হলে SEBI কাছে উদ্যোগটি নিবন্ধন করাতে হবে।

যদিও সম্প্রতি নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য কিছু উদ্যোগ মূলধন ব্যবসা গড়ে উঠেছে এবং পরবর্তী
সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এদের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া এই
সব উদ্যোগ মূলধন ব্যবসাগুলি যে শর্তে মূলধন করে সেগুলি পূরণ করাও ছোট উদ্যোক্তাদের পক্ষে সবসময়
সম্ভব হয় না।